CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 15 August, 2024 ■ আগরতলা ১৫ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৩০ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে রাষ্ট্রপতি

নয়া ফৌজদারি আইন বাস্তয়ানের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ।। নয়া ফৌজদারি আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতির উদ্দেশে ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এভাবেই স্মরণ করেছেন। তিনি গভীর দুঃখের সাথে বলেন, ১৪ আগস্ট আমাদের দেশ দেশভাগের বিভীষিকাময় স্মৃতি স্মরণ করছে। এদিন রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য গোটা দেশের প্রস্তুতি দেখে আমি আনন্দিত। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লাই হোক, রাজ্যগুলোর রাজধানীতেই হোক বা আমাদের আশেপাশের নানা জায়গাতেই হোক, সব ক্ষেত্রেই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার উত্তোলনের সাক্ষী হওয়া সবসময়ই আমাদের হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে। এটা হচ্ছে ১৪০ কোটির বেশি ভারতবাসীর সঙ্গে মিলে আমাদের মহান দেশের অংশ হওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি। যেভাবে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করে থাকি, তেমনি স্বাধীনতা দিবস ও সাধারণতন্ত্র দিবসের উদযাপনে আমরা আমাদের দেশবাসীদের নিয়ে গঠিত পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করি।

তিনি বলেন, ১৫ আগস্টে দেশের সর্বত্র এবং বিদেশেও ভারতীয়রা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, দেশাত্মবোধক গান গায় এবং মিষ্টি বিতরণ করে। ছোট শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। আমরা যখন শিশুদেরকে আমাদের মহান দেশ এবং ভারতীয় হওয়ার গর্ব নিয়ে কথা বলতে শুনি, তখন আমরা তাদের বিস্ময়ের মধ্যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আমরা অনুভব করি যে, আমরা এমন এক ঐতিহ্যের অংশ, যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন এবং সেইসব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত করে, যে প্রজন্ম আগামী দিনগুলিতে আমাদের দেশকে তার পূর্ণ গৌরব ফিরে পেতে দেখবে।

তাঁর কথায়, ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় একটি যোগসূত্র হওয়ার উপলব্ধি আমাদের মধ্যে নম্রতার সঞ্চার করে। এই উপলব্ধি আমাদেরকে সেই দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আমাদের দেশ বিদেশি শাসনের অধীনে ছিল। দেশপ্রেম ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত দেশপ্রেমিকরা অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আমরা তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা জড়ত্ব থেকে ভারতের আত্মা জেগে উঠেছিল। আমাদের অন্তর্লীন প্রবাহে সদা-বিদ্যমান বিভিন্ন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নতুন অভিব্যক্তি প্রদান করেছেন। আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী ধ্রুবতারার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং তাদের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভাজন বিভিষিকা স্মৃতি দিবস

দেশকে দুর্বল করাই ছিল বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ।। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ভারতের মানুষকে সব দিক দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছিল। যা ছিল একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। ভারতকে দুর্বল করাই ছিল সেই বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বের ইতিহাসের পাশাপাশি দেশভাগের পীড়াদায়ক ইতিহাসকেও স্মরণ করতে হবে। আগামী প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। আজ আগরতলা মুক্তধারা অডিটরিয়ামে আয়োজিত দেশ বিভাজনের বিভীষিকা স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন দুর্ভাগ্যজনক

বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার অত্যন্ত নিন্দনীয়। আক্রমণকারীদের মনুষ্যত্ব জ্ঞান নেই। তাই তারাই এই লজ্জাজনক কাজ করতে পেরেছেন। আজ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রসঙ্গে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ' হর ঘর তিরঙ্গা ' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা। আজ বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাগরণ-এর সকল বিভাগের কর্মীদের ছুটি। তাই আগামীকাল শুক্রবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

কর্মাধ্যক্ষ

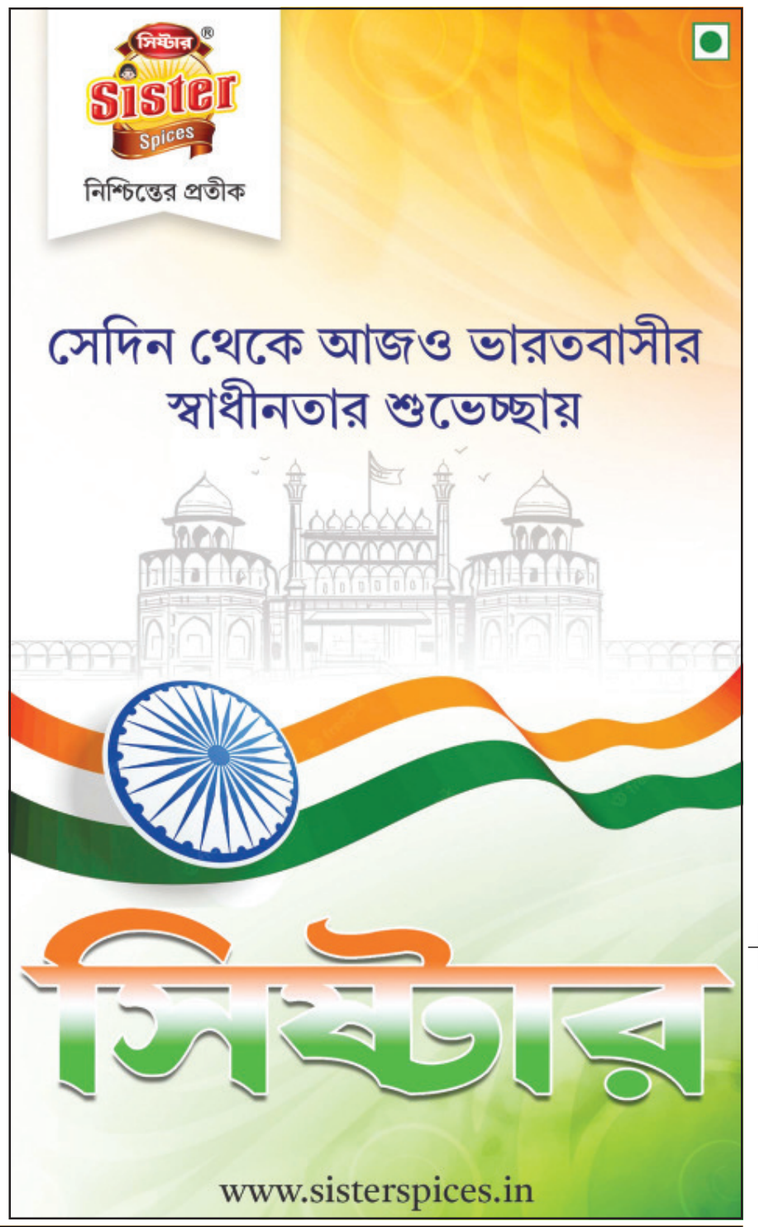

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৫৮ ◘ ১৫ আগস্ট ২০২৪ ইং◘ ৩০ শ্রাবণ ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মহান স্বাধীনতা দিবস

অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষের আত্ম বলিদানের বিনিময়ে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। বর্তমান দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন। হরঘর তেরঙ্গা কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে নতুন প্রজন্মকে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামীদের সম্পর্কের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। ইহা নিঃসন্দেহে একটি ইঙ্গিতবহ বার্তা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সেই সুবাদে আজ আমরা ভারতের স্বাধীন নাগরিক।কিন্তু এই লড়াই, অনেক কষ্টের ছিল এবং যারা আমাদেরকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন সেই সমস্ত বীর মহা সংগ্রামীদের আজ আমরা শতকোটি প্রমান জানাই।গান্ধীজী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগৎ সিংহ, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, মাতঙ্গিনী হাজরার,সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জোহর লাল নেহরু, থেকে শুরু করিয়া বাবাসাহেব আম্বেদকর, মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুদিরাম এবং হাজারো হাজারো সাধারণ মানুষ সংঘবন্ধ লড়াই আনিয়াছে ভারতের স্বাধীনতা।আজকের এই দিনে ওই সমস্ত মহান বীরদের স্বরণ করিবার দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জোহর লাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই থেকেই ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে মানা হয় ও 'তেরঙা' পতাকা স্কুল, কলেজ, যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে বাড়িতে, হাতে হাতে এই দিনে জাতীয় পতাকা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় কালে ব্রিটিশ শাসনের অর্থ ব্যবসা ভাঙিয়া পড়ে, অন্যদিকে আমাদের বীরনেতা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়া যান, গোটা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষও সামিল হন। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারে, এবারে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারাইয় ফেলিয়াছে। তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতীয়দের দেশে শাসনের ভার দিবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় ব্রিটিশ সরকার তাহা সামলাইতে পারেনি।মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মানিয়া নেন পাকিস্তান ও ভারত দুইটি স্বাধীনতা দেশে বিভক্ত হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জহর লাল নেহরু।১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ভারতীয় সংবিধান সৃষ্টি হয়, যাহার ভিত্তিতেই আজও ভারত দাঁড়িয়ে।তাই, ভারতকে জানিতে হইলে একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের জানিতে
হইবে এবং জানিতে হইবে সংবিধান। অন্যদিকে জানিতে হইবে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

ভারতমাতার বহু বীর সন্তান অনেক রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন আমাদের। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়া ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পাইয়াছিল। এই দিনটি আমাদের সকলের কাছে একটি গর্বের দিন। আমাদের দেশের প্রত্যেক ছোটো ছোটো ছাত্র ছাত্রীদের স্বাধীন দিবস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার।

ব্যারাকপুর সেনাছাউনিতে মঙ্গল পান্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়া ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ হন। তাহার পর থেকে ধীরে ধীরে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই আগুনকে নেভানো যায় নি। জাতিকে স্বাধীন করিবার আকাঙ্ক্ষায় দেশপ্রেমের এই আগুনে আত্মাহুতি দিয়াছেন ক্ষুদিরাম বোস থেকে শুরু করিয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্যসেন তথা ভগৎ সিং সকলেই।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর হাত ধরিয়া এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। সমগ্র দেশের মানুষ একযোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে শামিল হয়। গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র দেশ জুড়িয়া একের পর এক আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে।

এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল অসহযোগ, আইন অমান্য এবং সবশেষে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনগুলোতে ভারতবর্ষ তাহার বহু বীর সন্তানদের হারায়। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের মানুষ দুই হাত তুলিয়া এই মহান সংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

একদিকে ব্যাপক গণ-আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের আগ্রাসন, নৌ বিদ্রোহ; আর অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানে বাধ্য হয়। তবে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি দেশে ভাগ হইয়া যায়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন। আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস এক অত্যন্ত আনন্দের দিন। এই দিন পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আমরা প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পতাকা উত্তোলনে সামিল হই। এই দিন প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জানাইয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।দেশের প্রধানমন্ত্রী এইদিনে দিল্লির লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অন্যদিকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গেয়ে সংকল্প গ্রহণ করি, যে স্বপ্ন আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখিয়াছিলেন আমরা সেগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিব।ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

স্বাধীনতা দিবসের আগে সেজে উঠলো রাষ্ট্রপতি ভবন ও সংসদ, দিল্লিতে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা দিবসের আগে আলোর মালায় সেজে উঠলো রাষ্ট্রপতি ভবন ও সংসদ ভবন। বৃহস্পতিবার ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস, তার আগে মঙ্গলবার রাত থেকেই আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন ও সংসদ ভবন। দিল্লির লালকেল্লাও সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এদিকে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে নানা স্থানে। চলছে নজরদারি। দিল্লির সরোজিনী নগর মার্কেটে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা এবং চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনও ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবসের আগে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মাত্তানে অবস্থিত মার্তান্ড সূর্য মন্দির আলোকিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী গণেশ ঘোষ

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে স্কুলের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী ইংরেজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কট করেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানির ধর্মঘট, স্টিমার কোম্পানির ধর্মঘট ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট প্রভৃতিতেও সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। অবশেষে মাষ্টারদা সূর্যসেনের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯২২ সালে তিনি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে (যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ভর্তি হন। এখানে এসে তিনি বিপ্লবী দলের কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী দল গঠনের কাজে নিয়োজিত হন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় ১৯২৩ সালে মানিকতলা বোমা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন জেলে থাকার পর প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিপ্লবীদের সাংগঠনিক শক্তির মতাদর্শিক পার্থক্যের কারণে চারুবিকাশ দত্ত তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে 'অনুশীলন' দলে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর সূর্য্যসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ 'যুগান্তর' দল গঠন করেন। এই বিপ্লবী দলের সভাপতি হন সূর্যসেন, সহসভাপতি অম্বিকা চক্রবর্তী, শহর সংগঠক হন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং এবং গ্রাম সংগঠক হন নির্মল সেন। এদলে পরবর্তীতে লোকনাথ বলকে যুক্ত করা হয়। 'ভারত রক্ষা আইন'-এ ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং সহ আরো কয়েকজন গ্রেফতার হন। এসময় গণেশ ঘোষ চার বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কারাগারে কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন তিনি।

১৯২৪ সালে ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন। ভারত জুড়ে বিপ্লবীরা গড়ে তোলেন সশস্ত্র সংগ্রাম। ধীরে ধীরে সর্বত্র সংগঠিত হতে থাকেন স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা। এ সময় সংগঠিত হয় বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি। বিপ্লববাদীদের এই ধরণের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ সরকার '১ নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'।

১৯২৮ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ ঘোষ প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর চরিত্র ছিল সামরিক। 'হিন্দুস্থান সেবক দল' নামে আরেকটি বাহিনী সেসময় তৈরী হয়। কিন্তু সে দলের সাথে এ দলের পার্থক্য হল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীতে নারী ও পুরুষ বিপ্লবী ছিল। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীকে সামরিক মানসিকতায় শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা হয়। গণেশ ঘোষ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর জি.ও.সি. মনোনীত হন।

কলকাতা কংগ্রেসের পর গণেশ ঘোষ চট্টগ্রামে চলে আসেন। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং এর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে ছাত্র, যুবক ও নারীদের সমন্বয়ে এক জনসংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হন। আর সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যদিকে সূর্য সেন পাঁচজন বিপ্লবীকে (মাস্টারদা নিজে, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং) নিয়ে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে গণেশ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাস্টারদা সূর্যসেনের দলের নাম রাখা হয় 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক স্বাধীন বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠনের দুঃসাহসী পরিকল্পনা নেয় এই বিপ্লবী পরিষদ। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করার কাজ শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই দলে যুক্ত হন নির্মল সেন, ধীরেন চক্রবর্তী, উপেন চক্রবর্তী, নগেন সেন, বিনয় সেন, মধু দত্ত, রাজেন দে, লোকনাথ বলসহ আরো অনেকে। ওই সময় পর্যন্ত দলে কোনো মহিলা সদস্য ছিল না। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, সাহসী যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরই নেয়া হতো এই বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীদের নানাভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর এই দলে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। নিয়মিত অস্ত্রচালনা শিক্ষা চলতে থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ইত্যাদিও সংগৃহীত হতে থাকে। প্রায় ৫০ হাজার টাকাও সংগৃহীত হয়ে যায়। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আইরিশ বিপ্লবীদের 'ইস্টার বিদ্রোহের' স্মৃতি বিজড়িত 'গুডফ্রাইডের' দিনে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত দশটায় চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু করার বিষয়ে বিপ্লবীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের বিভিন্ন অস্ত্রাগার দখলের কর্মসূচি গ্রহণ করেন বিপ্লবীরা। গণেশ ঘোষ ছিলেন এই অভিযানের ফিল্ড মার্শাল। রাত দশটা পনের মিনিটে বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। বিপ্লবীরা একের পর এক অতর্কিত আক্রমণ করে সরকারি অস্ত্রাগার, টেলিফোন কেন্দ্র, টেলিগ্রাফ ভবনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেন, যা ছিল দেড়শত বছরের ইতিহাসে ইংরেজদের জন্য খুবই অপমানজনক ঘটনা। এটি ছিল সরাসরি ইংরেজ বাহিনীর প্রথম পরাজয়। ১৯ এপ্রিল সকাল বেলা অগ্নিদগ্ধ তরুণ বিপ্লবী হিমাংশু সেনকে নিয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত শহরে আসেন। ওই দিন বিকেল বেলা গণেশ ঘোষের বাবা বিপিন বিহারী ঘোষের 'স্বদেশী বস্ত্রভাণ্ডারে' পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রাগার দখল কর্মসূচির 'মবিলাইজেশন' তালিকা পায়। কিন্তু ওই তালিকায় বিপ্লবীদের ডাক নাম থাকায় পুলিশ তেমন কাউকে চিনতে পারে না। তাই পুলিশ ওই অঞ্চলের প্রায় সকলের বাড়ি তল্লাসী চালায় এবং অনেক পরিবারের লোকজনকে মারধর করে। এদিকে বিপ্লবীরা সারারাত অভিযানের ফলে ক্ষুধার্থ থাকায় খাবারের উদ্দেশ্যে আনন্দ গুপ্তের তল্লাশী করার জন্য হাত দিবেন এমন সময় অনন্ত সিং এর রিভলবার গর্জে উঠে। মুহুর্তের মধ্যে এক পুলিশ লুটিয়ে পড়ে এবং অন্যদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। এসময় প্রথমে অনন্ত সিং পরে গণেশ ঘোষ বিছিন্ন হয়ে যান। আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল মাথায় আঘাত নিয়ে দুই সহযোদ্ধাকে খুঁজতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুজির পর গভীর রাতে গণেশ ঘোষের সাথে দেখা

Ganesh Ghosh

পেরেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলার উপরের বাসায় গিয়ে উঠার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং অন্য দুই সাথীকে নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আনন্দ গুপ্তের বাসার পিছন দিক দিয়ে দেবপাহাড়ের জঙ্গলে চলে যান। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁরা শহরের দক্ষিণ দিকে ফিরিঙ্গিবাজারের কাছে বিপ্লবী রজত সেনের বাবার বাসায় গিয়ে উঠেন। রজত সেনের মা তাঁদের আশ্রয় দেন। তিনি রজতের খোঁজ নিলে গণেশ ঘোষ জানান, সে মাষ্টারদা'র সঙ্গে আছেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় সেখানে পুলিশ আসে। রজতের মা নিজের ছেলের মতো এই বিপ্লবীদেরকে বাঁচানোর জন্য ঘরের মাচার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। পুলিশ ঘরে প্রবেশ করলে বিপ্লবীরা মাচার ভেতরেই রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হন। পুলিশ মাকড়শার জাল ও পুরানো ময়লা জড়ানো মাচার দিকে তাকিয়ে ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যায়। এরপর বিপ্লবীরা গায়ে ধূলাবালি ও ময়লা মেখে পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরে এখান থেকে দক্ষিণ কাট্টলীতে পূর্ব-পরিচিত এক বিপ্লবীর বাড়িতে গিয়ে উঠেন। ২০ ও ২১ এপ্রিল গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং অনেক চেষ্টা করেও মাস্টারদাসহ অন্য বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন ২২ এপ্রিল গ্রাম্যচাষির ছদ্মবেশে তাঁরা চট্টগ্রামের বাইরে চলে যাবেন। ওই দিন তাঁরা ট্রেনে করে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। ফেনী স্টেশনে পৌঁছার পর পুলিশ তাঁদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে টিকিট মাস্টারের ঘরে নিয়ে যায়। পুলিশ তাঁদের শরীর হয় তাঁদের। এরপর তাঁরা অনন্ত সিংকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও পেলেন না। অবশেষে তাঁরা কলকাতার যুগান্তর অফিসে চলে যেতে সক্ষম হন। অন্যদিকে অনন্ত সিং পাগল বেশ ধারণ করে বন্ধুদের খুঁজতে থাকেন। দু'দিন পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় কলকাতায় চলে আসেন।

১৮ থেকে ২১ এপ্রিল এই চারদিন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন কার্যত অচল ছিল। বিপ্লবীদের এ বিজয় ছিল গৌরবগাঁথা। ২২ এপ্রিল ভোর ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে চট্টগ্রাম নাজিরহাট শাখা রেললাইনের ঝরঝরিয়া বটতলা স্টেশনে একটি সশস্ত্র ট্রেন এসে থামে। বিপ্লবীদের তখন বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁদের সম্মুখযুদ্ধের ক্ষণ আসন্ন। ওইদিন ব্রিটিশ সরকার সূর্য সেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং ও লোকনাথ বলকে ধরিয়ে দিতে পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করে। ২২ এপ্রিল সকালে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন কয়েকজন কাঠুরিয়া ওই পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। খাকি পোশাকে রাইফেলধারী কিছু যুবককে সেখানে দেখে তারা দ্রুত লোকালয়ে ফিরে গিয়ে লোকজনের কাছে বলে দেয়, স্বদেশীরা ওই পাহাড়ে আছে। এই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছার পর সেনাবাহিনীর সশস্ত্র রেল গাড়ি জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে এসে থামে। জালালাবাদ পাহাড়ে তখন বিপ্লবীরা কেউ রাইফেল পরিষ্কার করছে কেউ বা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। গাছের ডালে পাহারারত বিপ্লবীরা দেখতে পায় সামরিক ট্রেনটি কোন স্টেশন না থাকা সত্ত্বেও অদূরে রেল লাইনের উপর থেমে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে বিপ্লবীদের ছোঁড়া হঠাৎ গুলির আঘাতে সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। সৈন্যরা এরপর জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্ব দিকে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর লুইসগান বসিয়ে বিপ্লবীদের দিকে গুলিবর্ষণ করে। দেশপ্রেম আর আত্মদানের গভীর আগ্রহে তরুণ বিপ্লবীরা পাহাড়ের বুকের উপর শুয়ে সৈন্যদের লুইসগানের গুলিবর্ষণের জবাব দিচ্ছিলেন। তিন প্রধান নেতা সূর্য্য সেন, নির্মল সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী সঙ্গে থেকে ঘন ঘন তাঁদের উৎসাহিত করছেন, গুলি এগিয়ে দিচ্ছেন। জীবিত বিপ্লবীরা শহিদদের লাশ পাশাপাশি শুইয়ে রেখে সামরিক কায়দায় শেষ অভিবাদন জানান। পাহাড়ে সুর্য্যসেনের নেতৃত্বে কয়েকশ পুলিশ আর সেনা বাহিনীর সাথে বিপ্লবীদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৮০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন বিপ্লবী শহিদ হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর গণেশ ঘোষ ও অপর তিনজন প্রধান বিপ্লবী কলকাতায় পৌঁছনোর পর 'যুগান্তর' দলের নেতাদের সহায়তায় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাতে এক বৃহৎ পুলিশবাহিনী চন্দননগরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। গণেশ ঘোষের পরিচালনায় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের এক ভয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ হয়। সংঘর্ষে মাখন ঘোষাল নিহত হন। পুলিশ অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবীসহ গণেশ ঘোষকে গ্রেফতার করে। তাঁদের উপর চলে অসহনীয় নির্যাতন। অবশ্য এর পূর্বেই অনন্ত সিং স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দেন। কেন ধরা দেন এবিষয়ে তখন তিনি কাউকে কিছু বলেননি। এমনকি পুলিশকে তাঁর নাম পর্যন্ত বলেননি। পুলিশ তাঁকে সনাক্ত ও বিচার করার জন্য চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে গণেশ ঘোষকে গ্রেফতার করার পর কোনো কিছুর স্বীকারোক্তি না করাতে পারায় তাঁকেও চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু'জনে চট্টগ্রাম জেলে দিন কাটাচ্ছেন। ততদিনে ব্রিটিশ সরকার 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলার বিচার কাজ শুরু করে। বিচারকালে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং জেল ভাঙার এক নতুন পরিকল্পনা করেন। আত্মগোপনকারী মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গেও তাঁদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। স্পেশাল ট্রাইবুনাল গণেশ ঘোষকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৯৩২ সালে তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯৩২-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর বিপ্লবী জীবনের হিসেব-নিকেশ করলেন। ভাবনা-চিন্তা করতে থাকলেন সকল স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের নিয়ে। বিপ্লববাদী পথ নিয়েও ভাবলেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক পড়াশুনাও বাড়ালেন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে দুই কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আব্দুল হালিম ও সরোজ মুখার্জী রাজবন্দি হয়ে এলেন। এই দুই বিপ্লবী আন্দামানে বন্দিদের রাজনৈতিক পড়াশুনা ও সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ সম্পর্কে ধারণা দিলেন। বন্দিদের মধ্যে প্রতিদিন গোপনে গোপনে বৈঠক হতো। এভাবে তাঁরা গঠন করলেন কমিউনিস্ট গ্রুপ। যে গ্রুপের মধ্যে যুক্ত হলেন গণেশ ঘোষ।

বন্দিদের ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকার আদায় ও সেলুলার জেল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৩৮ সালের ২৫ জুলাই বন্দিরা আমরণ অনশন শুরু করেন। বার বার অনশন এবং প্রথম অনশনের জন্য ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যুর ফলে কিছু দাবিদাওয়া পূরণ হয়। অন্যদিকে অনশনকারীদের সমর্থনে ভারতব্যাপী উত্তাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যুগান্তর, অনুশীলন ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ফলে ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার চাপের মুখে আন্দামান বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। কিন্তু গণেশ ঘোষসহ ৩০ জনকে দেশে এনে মুক্তি না দিয়ে আলীপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি কারাগারে পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি তিনবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে)। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী) নামক নবগঠিত দলে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৬৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী ও অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা'-র সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করেন।

জন্ম বিপ্লবী গণেশ ঘোষ জন্মেছিলেন যশোহর জেলার বিনোদপুর গ্রামে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে গণেশ ঘোষকে তাঁর বাবা চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। দুরন্ত ও চঞ্চল এই বালক পড়াশুনায় মেধাবী হওয়ায় স্কুলের শিক্ষকরা ও সহপাঠীরা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। এই স্কুলের ছাত্র অনন্ত সিং ছিলেন তাঁর অন্যতম বন্ধু। আর এই অনন্ত সিং এর মাধ্যমেই মাস্টারদা সূর্যসেনের সংস্পর্শে আসেন গণেশ ঘোষ। বন্ধু অনন্ত সিং এর কাছেই মূলত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। আর এই বন্ধুটিকে স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনে সবসময় পাশে পেয়েছেন তিনি। খুব অল্প বয়স থেকে গণেশ ঘোষ দেশকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর বিপ্লবী দলের কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন।

সৌজন্যে বার্তা টুডে

বই পড়তে গেলে ঘুম আসে কেন

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বই পড়তে বসলেই পৃথিবীর সব ঘুম এসে ভর করে আমাদের চোখে খুব আগ্রহ নিয়ে দোকান থেকে চমৎকার একটা বই কিনেছেন। কাজকর্ম শেষে বাসায় ফিরলেন। চট করে রাতের খাবারটা সেরে নিয়েই বসলেন বইটা নিয়ে। ভেতরে তীব্র উত্তেজনা। পড়তে শুরু করলেন তারপর টের পেলেন, ভোর হয়ে গেছে। বই পড়ে সারা রাত কাটেনি, আসলে পড়তেই পারেননি। নিজেও টের পাননি, কখন হারিয়ে গেছেন ঘুমের দেশে।

কিন্তু কেন এমন হয়? বই পড়তে বসলেই কেন পৃথিবীর সব ঘুম এসে ভর করে চোখে? এই প্রশ্ন মাথায় আসেনি, এমন বইপ্রেমী খুঁজে পাওয়া বোধ হয় একটু কঠিনই হবে। যাঁরা বই পড়েন, তাঁদের অনেকের মনেই নিশ্চয়ই প্রশ্নটা উঁকি দিয়ে গেছে নানা সময়ে। এ নিয়ে একটা মজার কথা প্রচলিত আছে। বই যে কালিতে ছাপা হয়, ওতে বোধ হয় ঘুমের ওষুধ মেশানো থাকে!

না না, এমন কিছু নয়। সত্যি বলতে, সবাই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন না। অনেকে বরং পড়ে সারা রাত কাটিয়ে দেন। যাঁদের ঘুম চলে আসে, তাঁরাও যে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে ঘুমিয়ে পড়েন, বিষয়টা তা নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিভিন্ন কারণেই এমনটা হতে পারে। আমাদের বেশিরভাগই পড়ার সময় আরামদায়ক কোথাও বসি। শরীর আরাম পেলে একটু ছেড়ে দেয়। আয়েশ করতে চায়। সেটাও ঘুমিয়ে পড়ার একটা কারণ।

পড়ার সময় আমাদের চোখ সারা পৃষ্ঠায় ঘুরে বেড়ায়। সেজন্য চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। তা ছাড়া, পড়ার জন্য মস্তিষ্ক খাটাতে হয়। শব্দে আঁকা নানা ছবি, দৃশ্যকল্প তৈরি হয় মাথায়। তাই প্রতিটি শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ বুঝতে পরিশ্রম হয় মস্তিষ্কের। ফলে একদিকে চোখ যেমন বিশ্রাম চায়, তেমনি মস্তিষ্কও চায় একটু জিরিয়ে নিতে। এই দুইয়ে মিলে ঘুমিয়ে পড়া তাই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে ভাববেন না, পড়াটা চোখের জন্য খারাপ। তবে আপনি যেমন একটানা অনেক কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, চোখও তেমনি কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই ডাক্তাররা বলেন, পড়লে বা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে প্রতি ২০ মিনিট পরপর দূরে কোথাও তাকিয়ে বা চোখ বন্ধ করে চোখকে ২০ সেকেন্ড করে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্রাম দিলেও, একদিনে চোখ নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার পর ক্লান্ত হয়েই পড়বে। ফলে সে সময় তার বিশ্রাম লাগবেই। চোখের এই চাওয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের চাওয়া এক হলে ঘুম নেমে আসাই স্বাভাবিক।

আবার আমাদের বেশিরভাগই পড়ার সময় আরামদায়ক কোথাও বসি। শরীর আরাম পেলে একটু ছেড়ে দেয়। আয়েশ করতে চায়। সেটাও ঘুমিয়ে পড়ার একটা কারণ। আরেকটা কারণ, অনেকেই পড়তে বসেন সব কাজ শেষে, একদম রাতের খাবারের পর। সারাদিনের ক্লান্তি তখন আপনাকে এমনিতেই ঘুমের দেশে টেনে নিতে চাইবে।

খুব বেশি ক্লান্ত না হলে কিছু সময় অবশ্যই পড়তে পারবেন। তবে যে বইটা পড়ছেন, তার ওপরও বিষয়টা কিছুটা নির্ভর করে। পড়ে যদি মজা না পান, তাহলে বিরক্তি জেঁকে বসবে। এই বিরক্তি এড়াতেও মস্তিষ্ক পালাই পালাই করে উড়ে যেতে পারে ঘুমের দেশে। খাবারেরও একটা প্রভাব আছে। ভরপেট খেয়ে যদি পড়তে বসেন, তাহলে ঘুম আসি আসি করবেই। এর কারণও আছে। ভরপেট খাবার পর পাকস্থলীর ওপর ওসব খাবার হজম করার গুরু দায়িত্ব বর্তায়। শুরু হয় খাবার হজম প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এ সময় স্বাভাবিকের তুলনায় পাকস্থলীতে কাজ বেড়ে যায়। তাই বেশি রক্তের প্রয়োজন হয় সেখানে। এই বাড়তি রক্ত পাকস্থলীতে জমা হতে থাকে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে। এর প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কে। সেখানে রক্তের খানিকটা অভাব পড়ে। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায় মস্তিষ্কের সক্রিয়তা। এ সময় যদি আপনি পড়ার কাজ চাপিয়ে দেন তার ওপর, সেই সঙ্গে কল্পনা করা ও বুঝে বুঝে শব্দের রেললাইন ধরে এগোনোর গুরু দায়িত্বটাও দিয়ে দেন, বেচারা একটু বিশ্রাম তো চাইবেই! খুব বেশি ক্লান্ত না হলে কিছু সময় অবশ্যই পড়তে পারবেন। তবে যে বইটা পড়ছেন, তার ওপরও বিষয়টা কিছুটা নির্ভর করে। পড়ে যদি মজা না পান, তাহলে বিরক্তি জেঁকে বসবে। এই বিরক্তি এড়াতেও মস্তিষ্ক পালাই পালাই করে উড়ে যেতে পারে ঘুমের দেশে। পাঠ্যবই পড়তে গেলে ঘুমিয়ে পড়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ। কিন্তু পাঠ্যবই পড়া আমাদের জন্য জরুরি। এরকম জরুরি পড়াশোনার জন্য শুয়ে বা হেলান দিয়ে পড়ার চেয়ে খাড়া পিঠের কোনো চেয়ারে বসে পড়লে ঘুম আসার সম্ভাবনা কমে যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেবা আমাদের সংস্কৃতির অংশ এবং একে অপরকে সাহায্য করা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে জড়িত: ডাঃ মান্ডাভিয়া

নয়াদিল্লী, ১৪ আগস্ট : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া এবং কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, রক্ষা খাডসে আজ নতুন দিল্লিতে ৫০০ যুব স্বেচ্ছাসেবকের এক প্রাণ-উচ্ছল দলের সাথে একটি বিশেষ মতবিনিময় অধিবেশনে অংশ নেনউ এবারের ২০২৪ সালের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে সারা দেশ থেকে ৪০০ জন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক এবং ১০০ জন 'মাই ভারত' স্বেচ্ছাসেবককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের তারুণ্যের কর্মশক্তি এবং দায়বদ্ধতার প্রশংসা করে ডাঃ মান্ডাভিয়া বলেন, "আমাদের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা পরিবর্তন ও প্রগতির প্রকৃত মশালবাহক। তাদের উতাহ ও উতর্গ করার ভাবনা রাষ্ট্র গঠনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।" অপরের উদ্দেশে সেবা দানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তিনি বলেন, "সেবা দান আমাদের সংস্কৃতির অংশ। একে অপরকে সাহায্য করা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে জড়িত। এই মূল্যবোধ আপনাকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে এবং একটি উন্নত ভারত গঠনে সাহায্য করবে।"

তিনি সমাজসেবা ও জাতীয় উন্নয়নে তরুণদের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক সেবার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য যুবদের অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তারুণ্যের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ডাঃ মান্ডাভিয়া বলেন, "আমি আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। গত এক দশকে, সরকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করেছে, তা সে মুদ্রা যোজনা এবং স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোগী করে তোলা হোক এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে হোক বা খেলো ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা ক্রীড়া প্রতিভা তুলে আনার মাধ্যমেই হোক।

তিনি তরুণদের নতুন দিল্লীর মূল গন্তব্য যেমন জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ, প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়, কর্তব্য পথ এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করার আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা খাডসে, মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযান, অমৃত ভাটিকা তৈরি এবং বৃক্ষরোপণের মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক উদ্যোগে যুবদের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা সহ তাদের বিশেষ উদ্যোগ যেমন রক্তদান শিবির, এবং সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা জাগরণের উদ্যোগের জন্য এই যুব বিশেষ অতিথিদের প্রশংসা করেছেন।

অনুষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একটি আকর্ষক কথোপকথনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে মন্ত্রী যুবদের ক্ষমতায়ন এবং স্বেচ্ছাসেবকতার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগগুলির অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরেন। স্বেচ্ছাসেবকরা, পালাক্রমে তাদের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা উপস্থাপন করেন এবং যুব-নেতৃত্বাধীন প্রোগ্রামগুলির প্রভাব বাড়ানোর জন্য এবং ঞ্চু ক্ষস্তুন্খন্ঠ ('মাই ভারত') পোর্টালকে আরও শক্তিশালী করার জন্য মূল্যবান প্রতিক্রিয়া করেন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য : প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে ড় ইউনুস

মনির হোসেন, ঢাকা, ১৪ আগস্ট : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সবার অধিকার সমান। এ দেশের মানুষ হিসেবে অধিকার আদায়ে বিভক্ত হয়ে নয়, আমরা এক মানুষ, এক অধিকার এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করবেন না। আমাদের একটু সাহায্য করুন। ধৈর্য ধরেন, কিছু করতে পারলাম কী পারলাম না, সেটা পরে বিচার করবেন। যদি না পারি আমাদের দোষ দিয়েন। মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। দুপুর সোয়া ১২টায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা।

তিনি বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক যে আকাঙ্ক্ষা, সেখানে আমরা মুসলমান হিসেবে নয়, হিন্দু হিসেবে নয়, বৌদ্ধ হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত হউক। সমস্ত সমস্যার গোড়া হলো, আমরা যত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করেছি, সব কিছু পচে গেছে। এই কারণে গোলমালগুলো হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনগুলোকে ঠিক করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ন্যায় বিচার হলে কে বিচার পাবে না বলেন? আমি কী দেখতেছি যে, এটা কোন জাতের? কোন ধরনের? তা কী আইনে বলা আছে? ওই সম্প্রদায়ের হলে ওই কোর্টে যাবে, ওই সম্প্রদায় হলে ওই আদালতে যাবে? আইন একটা। কার সাধ্য আছে বিভেদ করে যে ওই রকম একটা, এ রকম একটা। এটা হতে পারে না।

এটা এমন রোগ মূলে যেতে হবে। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটা পেলে আমরা বাকস্বাধীনতা পাবো। এগুলো আছে, নতুন কিছু না। আমাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা হলো আমাদের মূল লক্ষ্য।

ড় মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, আপনারা ক্ষোভের মধ্যে চলে যাইয়েন না। ক্ষোভের মধ্যে গেলেই বিভিন্ন রকম মারামারি লেগে যায়। একত্রে আসনে। এক আইন। বলেন যে, আমাদের আইনের অধিকার দিতে হবে। আজকে যেটা বললেন যে, আইনের অধিকার পাই না। বিচার পাই না। এটাই হলো আসল জিনিস। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক যে আয়োজন করেছি, এটা বায়াস্ট একটা আয়োজন। একটা খুঁড়তে আরম্ভ করবেন, তারপর তারা মজা পেয়ে যাবে। ওই মজার খেলাতে আমাদের নিয়ে যাবেন না। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুজা উদযাপদন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর সহ বাংলাদেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে স্পেশাল নাকা চেকিং রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি- গজলডোবা রাজ্য সড়কের নাওয়াপাড়া মোড়ে স্পেশাল নাকা চেকিং চালালো আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। বিশেষ দিনে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই এদিন যাত্রীবাহী চার চাকা গাড়ি থেকে শুরু করে বাইক গুলিকেও চেক করা হয়। এছাড়া প্রতিটি গাড়ির নম্বর নথিভুক্ত করা হয়।পাশাপাশি জাতীয় সড়কে সকলে ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালাচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হয়। বুধবার সারাদিন ধরেই এই চেকিং চলবে বলে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে : গৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গকে সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। তিনি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কোনও ভাবেই ন্যায় বিচার দিতে পারছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন সে প্রশ্নও উত্থাপন করেন গৌরব ভাটিয়া। তিনি বলেন, ঘটনার পর তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ৪৮ ঘন্টা বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তার যথাযথ ব্যবহার বয়নি। উল্টে সাক্ষ্য প্রমাণ মুছে ফেলা হয়েছে।গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, প্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রথম ৪৮ ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই অপরাধ হয়েছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন কয়েক দিন পরে মামলাটি স্থানান্তর করবেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন হল কেন?...যদি মামলাটি অবিলম্বে সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হত, তাঁরা নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করত, তাহলে ক্রাইম সিন সুরক্ষিত থাকতো।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় এনকাউন্টারে এক জঙ্গি নিকেশ, তল্লাশি অভিযান জারি

শ্রীনগর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। বুধবার সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ডোডায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে এক জঙ্গি। ওই এলাকায় আরও একাধিক জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।এডিজিপি (জম্মু) আনন্দ জৈন এদিনই ডোডা পরিদর্শন করেছেন। তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।

জঘন্য একটা অপরাধকে কী ভাবে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কটাক্ষ অঞ্জন দত্তর

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : "কলকাতার নাগরিক হিসেবে আজ আমার নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে হচ্ছে। তার থেকেও বড় কথা, যা দেখছি বা আশপাশ থেকে যা শুনছি সেখানে এই রকম জঘন্য একটা অপরাধকে কী ভাবে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা দেখে আমার মনে আরও ক্ষোভ জমা হচ্ছে।"

আর জি কর হাসপাতাল প্রসঙ্গে এ কথা জানিয়ে শিল্পী অঞ্জন দত্ত সংবাদমাধ্যমে বলেন, "আমি বিরক্ত। এত দিন এই শহরটাকে ভালবেসে থেকে গিয়েছি। কিন্তু আমার এই শহরটাকে আর ভাল লাগছে না। আজ আমার ভয় করছে! আমার পরিবারের জন্য ভয় করছে। আমি একজন স্বামী হিসেবে চিন্তিত, একজন বাবা হিসেবে চিন্তিত, একজন শ্বশুর হিসেবে চিন্তিত। সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এখন রাজনীতি ঢুকে যাচ্ছে! অপরাধকে আড়াল করতে চাইতে ক্ষমতা।এই রকম দুর্নীতি আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না। হতে দেওয়া যাবে না। এই অব্যবস্থা চলতে পারে না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে রাজ্যবাসীর। অপরাধ হল, মানছি। কিন্তু সেটাকে ক্ষমতা দিয়ে চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, এটা তো কোনও ভাবেই কাম্য নয়। প্রথমে বলা হল অসুস্থতা, তার পর আত্মহত্যা। আরও পরে ধর্ষণ! কী হচ্ছেটা কী! হাই কোর্টের নির্দেশে আর জি করের তদন্ত ভার সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে আশাবাদী। কারণ আমি বাকি সকলের মতোই এই অপরাধের দ্রুত বিচার চাই। মঙ্গলবার, অপর্ণা সেন আরজি করে গিয়েছেন। আমি যেতে পারিনি, আমি লজ্জিত। কিন্তু এটাও ঠিক আমি তো সেখানে গিয়ে কিছু করতেও পারব না।

এখন কোনও কিছু হলেই দেখি গান লেখা বা ছবি করার কথা বলেন! কিন্তু এক জন শিল্পী হিসেবে আর জি করের ঘটনা আমার কাছে কোনও গান লেখার অনুপ্রেরণা হতে পারে না! আমি এই নিয়ে কোনও ছবিও তৈরি করতে চাই না! আমি এক জন নাগরিক হিসেবে এর বিচার চাই।

বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে হবে মেয়েদের 'রাত দখল' কর্মসূচি

মেচেদা, ১৪ আগস্ট (হি. স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজের মহিলা ডাক্তারের উপর পাশবিক নিরাযাতন ও মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার 'মেয়েরা রাত দখল করো ' কর্মসূচি হবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে। জানা গেছে, এদিন জেলার বিভিন্ন জায়গায় অরাজনৈতিকভাবে কোনও সংগঠনের ব্যানার ছাড়াই ওই কর্মসূচি হবে জেলাজুড়ে। জানা গেছে, পাঁশকুড়া বাসস্ট্যান্ড, ভোগপুর স্টেশন, মেছেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে, তমলুকে সি এম ও এইচ এর গেটে (পৌরসভার কাছে), কোলাঘাট বিবেকানন্দ মোড়, দেউলিয়া বাজারের নিকটস্থ বরদাবাড় বাজার, বুরাড়ী বাজার, মাছিনান বাজারে নেতাজী মুক্তির পাদদেশে হবে ওই কর্মসূচি।

বুধবার রাতে মেয়েদের 'রাত দখল' কর্মসূচি, অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে মেট্রো

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): বুধবার রাতে শহরে মেয়েদের 'রাত দখল' কর্মসূচির জন্য বাড়তি মেট্রো চালানো হবে।

মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এদিন একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করে বলেছেন, "গত দু'তিন দিন ধরে আমাদের কাছে বিভিন্ন সংস্থার তরফে বা ব্যক্তিগত পরিসরে অনুরোধ এসেছে, ১৪ তারিখ রাতে একটি বিশেষ জমায়েতের জন্য মেট্রো পরিষেবা চালু রাখতে। অনুরোধ বিবেচনা করে বুধবারের জন্য আমাদের পরিষেবায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে শেষ মেট্রো ছাড়ে। সেই পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। তার আগে দু'টি বাড়তি মেট্রো চালানো হচ্ছে। রাত ১০টায় দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে একটি করে বাড়তি মেট্রো চালানো হবে। আবার ১০টা ২০ মিনিটে বাড়তি আর একটি ট্রেন চলবে। দু'টি মেট্রোই সব স্টেশনে থামবে। এর পর রাতের শেষ মেট্রো ১০টা ৪০ মিনিটে থাকবে। বুধবার রাত পর্যন্ত মেট্রোর সমস্ত বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে। নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যাও আমরা বৃদ্ধি করেছি।"

আর জি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার রাতে মেয়েদের যে কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে, বাড়তি মেট্রো দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার পাশে থাকার বার্তাই দিল, মনে করছেন অনেকে।

ইন্ডি জোট শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত ও ধর্ষকদের রক্ষা করে : বাঁশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ। তাঁর মতে, ইন্ডি জোট শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত ও ধর্ষকদের রক্ষা করে। বুধবার বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, ইন্ডি জোট আসলে, এমন একটি জোট যা শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ধর্ষকদের রক্ষা করে। ইন্ডি জোট একটি মহিলা-বিরোধী ও সমাজবিরোধী জোট। বাঁশুরি আরও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, তৃণমূল নেতারা দলীয় কার্যালয়ের ভিতরেই সন্দেশখালির মা-বোনদের অসম্মান করেছিল। কলকাতার ঘটনায় যে কারও মন কেঁপে ওঠে। উত্তর প্রদেশে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করলেন এক সমাজবাদী পার্টির নেতা। কংগ্রেসের সমালোচনা করে বাঁশুরি বলেন, যখন বাংলা ও উত্তর প্রদেশের কথা আসে, তখন নীরবতা বজায় রাখে কংগ্রেস।

কদমতলায় দুঃসাহসিক চুরি, চোরের ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে রক্তাক্ত গৃহিণী

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : গভীর রাতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার পেছনে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাড়িতে চুরি করতে এসে জনৈক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়েছে চোর। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অর্চনা দেবনাথ (৪১) নামের গৃহিণী।

অর্চনা দেবনাথ জানিয়েছেন, রাতে তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রাত একটা নাগাদ ঘরের জানালা ভেঙে চোর ভিতরে প্রবেশ করে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে মারধর করে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তিনি চিৎকার দিতেই দা দিয়ে কোপ মেরে চোরটি পালিয়ে যায়। ঘটনার পর তিনি ফোন করে এ বিষয়ে জানান আত্মীয়স্বজনকে।

আত্মীয়স্বজন খবর পেয়ে যান তাঁর বাড়ি। গিয়ে আহত অর্চনাকে প্রথমে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পরে পাঠানো হয় ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে। তিনি বলেন, একজন লোক মুখ কালো কাপড় বেঁধে ঘরে ঢুকে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাঁর ঘর থেকে একটি মোবাইল ও একটি ব্যাগ চুরি করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তিনি কদমতলা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।

বুধেও কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা, রাজ্যজুড়ে রোগীদের ভোগান্তিতে চরমে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা দেশ। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি। চিকিৎসকদের এই কর্মবিরতির জেরে সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।বুধবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের বিভিন্ন আউটডোর বিভাগের সামনে ছিল রোগীদের লম্বা লাইন। কিন্তু দেখা মিলছিল না চিকিৎসকের। পরে হাসপাতালের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, আউটডোরে কোনও ডাক্তার বসবেন না। ক্ষোভ জানিয়ে বাড়ি ফিরে যান রোগীরা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা এদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু রোগীরা যাতে ফিরে না যায়, তাঁদের ভোগান্তি যাতে কম করা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জরুরি বিভাগে বসছেন অতিরিক্ত চিকিৎসক। এদিকে, বুধবার সকাল দশটা নাগাদ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয় আউটডোর পরিষেবা। যদিও কাউন্টার থেকে টিকিট দেওয়া হলেও অধিকাংশ বিভাগের সিনিয়র চিকিৎসকরা অনুপস্থিত বলে দাবি। ফলে টিকিট কেটেও ভোগান্তি অব্যাহত রোগীদের। উলুবেড়িয়া মেডিকেল কলেজে আউটডোরে পরিষেবা দেওয়া শুরু করলেন সিনিয়র চিকিৎসকরা। অন্যদিকে এদিনও আন্দোলনের পথে মেডিকেল কলেজের জুনিয়র এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসকেরা। এদিন তাঁরা হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করেন।

রাতে মহিলাদের জমায়েতের 'অরাজনৈতিক' তকমা নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : রাতের মহিলাদের জমায়েত নিয়ে আগ্রহী এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে মতানৈক্য শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সব জমায়েত অরাজনৈতিকভাবে হোক বলে দাবি তুলছেন অনেকে। আবার অনেকে প্রকাশ্যেই ওই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। উদ্যোক্তারা প্রথম থেকে দাবি তুলছিলেন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে এই সমাবেশ করতে। কোনও দলের শ্লোগান, পতাকা ব্যবহার এবং প্রচার ও বিরোধিতা না করতে। কিন্তু নেটনাগরিকদের কেউ কেউ, বিশেষত লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক মমতা-বিরোধী মন্তব্যের সঙ্গে রাতের সমাবেশের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। একটি পোস্টে বড় হরফে তিনি লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই- এটা কোন রাজনৈতিক স্লোগান নয়।

এটা আজ একটা মানবিক স্লোগান।" এই পোস্টে বুধবার বেলা পৌনে চারটে পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন ৩৭ জন। অধিকাংশই সমর্থন করেছেন সঙ্গীতাকে।

অপর একটি পোস্টে বড় হরফে তিনি লিখেছেন, "তৃণমূলের পে রোলে থাকা খত্ত্বহুন্স্ঠরা চাইছে আপনি রাতের দখল নেবেন কিন্তু রাজনৈতিক স্লোগান দেবেন না। মানে আপনি বলতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই। বাহ! বাহ!" এই পোস্টের ছ'ঘন্টা পর বুধবার বেলা পৌনে চারটে পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন ১০৮ জন। অধিকাংশই সমর্থন করেছেন সঙ্গীতাকে।

বড় হরফে তিনি লিখেছেন, "শুনলাম নাচ, গান, নাটক হবে কাল রাতে? একদম না। খবরদার যদি ওই ত্বদ্রদ্ধদ্রন্স্ঠএর গর্তে আবার ঢুকেছেন! পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। হাতে তালি দিয়ে স্লোগান দেবেন। লক্ষ্যে স্থির। একদম নাচ, গান না।" মৃদু প্রতিবাদ উঠেছে এই পোস্টের।

দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): "দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবসে আমাদের ইতিহাসের এই সবচেয়ে জঘন্য পর্বে যাঁরা অমানবিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, জীবন হারিয়েছেন, গৃহহীন হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা।"

বুধবার এই ভাষাতেই দেশভাগের বিভীষিকা এক্স-বার্তায় স্মরণ করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, "যে জাতি তার ইতিহাস স্মরণ করে তারাই তার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারে এবং শক্তিশালী সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। দিনটি পালন করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক অনুশীলন হিসাবে।" প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্মরণে ভারত আজ দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস পালন করছে।

আর জি কর-কাণ্ড: বাংলার চিকিৎসকদের সমর্থনে বুধে বিক্ষোভ গুন্টুরের ডাক্তারদের

গুন্টুর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্ষোভ ফুঁসছেন চিকিৎসকরা। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে বুধবারও আর জি কর হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে ওপিডি বিভাগ। ফলে চিকিৎসা না পেয়ে এদিনও দুর্ভোগে পড়লেন রোগীরা। কর্মবিরতি চলছে পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক হাসপাতালে।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এদিনও ডাক্তারদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জারি রয়েছে। আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরেও প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন সেখানকার জুনিয়র চিকিৎসকরা। ফলে সেখানেও ব্যাহত হয় চিকিৎসা পরিষেবা।

আর জি কর-কাণ্ড: বাংলার চিকিৎসকদের সমর্থনে ছত্তিশগড়ের রায়পুরেও প্রতিবাদ বুধবার

রায়পুর, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্ষোভ ফুঁসছেন চিকিৎসকরা। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে বুধবারও আর জি কর হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে ওপিডি বিভাগ। কর্মবিরতি চলছে পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক হাসপাতালে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এদিনও ডাক্তারদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জারি রয়েছে। আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বুধবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরেও প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন সেখানকার জুনিয়র চিকিৎসকরা। মেকাহারা হাসপাতালের বাইরে ধর্মঘট করছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানকার এক চিকিৎসক এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, আমরা যে হাসপাতালকে নিজেদের বাড়ি বলে মনে করি, সেটিই যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে আমরা কোথায় নিরাপদ থাকব? সরকারকে এখনই এই সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

আবগারি মামলা : কেজরিওয়ালের আর্জি শুনলো সুপ্রিম কোর্ট, নোটিশ সিবিআই-কে

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)- প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার কেজরিওয়ালের সেই আবেদন শুনলো সুপ্রিম কোর্ট, এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টে নিয়মিত জামিনের আবেদনও জানান কেজরিওয়াল। এএপি প্রধানের এই দুই আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার সিবিআই-কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত সোমবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন কেজরিওয়াল। এছাড়াও নিয়মিত জামিনের আবেদন জানান তিনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেজরিওয়ালের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাঁকে জামিনের জন্য ট্রায়াল কোর্টে আবেদন জানাতে বলা হয়েছিল।

হকি ইন্ডিয়ার অভিনব সম্মান শ্রীজেশকে

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): যে ১৬ নম্বর জার্সি পরে শ্রীজেশ ভারতকে দু''দুটি আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দিয়েছেন, সেই ১৬ নম্বর জার্সি পরে আগামী দিনে আর কেউ জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামতে পারবেন না। তাঁকে এই ভাবে সম্মান জানাল হকি ইন্ডিয়া। ফুটবল বা ক্রিকেটে দেখা যায় কোনও দেশ বা কোনও ক্লাবের হয়ে দীর্ঘদিন ভালো খেলার পর সেই খেলোয়াড়কে সম্মান জানানো হয় তাঁর জার্সি অবসরে পাঠিয়ে। ভারতীয় হকি দলের গোলরক্ষক

এলাকায় অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ, আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

ক্যানিং,১৪ আগস্ট (হি.স.): ক্যানিংয়ের খাস কুমড়োখালি এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম চালানোর অভিযোগ স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম হরপ্রসাদ মন্ডল। গ্রামের মধ্যে এই ধরনের অসামাজিক কাজ চলায় গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। এবিষয়ে হরপ্রসাদ মন্ডল নামে ওই যুবককে একাধিকবার বলা হলেও বন্ধ হয়নি অসামাজিক কাজকর্ম। দিনের পর দিন বহিরাগত মানুষজনের ভিড় বাড়ছিল এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে তাকে পুনরায় অসামাজিক কাজে বাঁধা দেওয়া হলে আচমকাই স্থানীয় এক যুব তৃণমূল নেতা সনাতন সর্দারের উপর চড়াও হয় অভিযুক্ত হরপ্রসাদ। বটির বাঁট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় সনাতনের। এলাকার ৭৩ নম্বর বুথের যুব তৃণমূলের সভাপতি সনাতনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এবিষয়ে মঙ্গলবার রাতেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও মূল অভিযুক্ত পলাতক।

দিল্লিতে বসানো হয়েছে শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা, কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের দিন যাতে দিল্লিতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লির নানা স্থানে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। মধ্য দিল্লিতে নিরাপত্তা আরও কঠোর করা হয়েছে। শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, বুধবার দিল্লি পুলিশের সিসিটিভি কন্টোল রুম থেকেই পুলিশ কর্মীরা পর্যবেক্ষণ করেন।

ডোমজুড়ে অসমীয়া যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : হাওড়ার ডোমজুড়ে রাস্তায় এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বুধবার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম কুলেন্দ্র। তিনি মূলত অসমের বাসিন্দা ছিলেন।স্থানীয় সূত্রের খবর, কুলেন্দ্র জাতীয় সড়ক সংলগ্ন শিল্প পার্কে কাজ করতেন এবং হাওড়া ডোমজুড়ে থাকতেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পনেরোই আগস্ট

শ্রীকুমার দত্ত

১৫ই আগস্টের সকাল। অমলবাবু আজ অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই বিছানা ছেড়েছেন। আজকের দিনটা যে আর পাঁচটা দিনের থেকে একটু আলাদা। প্রাতঃভ্রমণটাও তাড়াতাড়ি সারতে হবে।তারপর বাড়ি ফিরে টিভি খুলে বসা হবে।বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সরাসরি প্রদর্শন দেখা যাবে। বড় বড় নেতাদের ভাষণ শোনা যাবে।যদিও তাতে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পন থাকবে কম,থাকবে বেশি বিরোধী দলের মুণ্ডুপাত আর কুৎসা রটনা।তার সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে ফ্রী অফারে কিছু উদ্ভট ঘটনাও।হয়তো কোনো নেতা (নাকি ন্যাতা) জুতো পায়েই শহীদবেদীতে মাল্যদান করবেন।কেউ উল্টো জাতীয় পতাকাই উত্তোলন করে দেবেন।কেউবা আবার প্রজাতন্ত্র দিবস আর স্বাধীনতা দিবস দুটোকে গুলিয়ে ফেলবেন অজ্ঞানতাবশতঃ।

যাই হোক প্রাতঃকর্ম সেরে অমলবাবু পথে বেরোলেন। আঃ কি সুন্দর পরিবেশ। পূবের আকাশ লাল করে সূর্যদেব উঠে আসছেন।মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। রাস্তার পাশে বড় বড় গাছগুলোর ডালে বসা পাখীদের কলরব। অমলবাবু বুক ভরে একরাশ স্বাধীন দেশের নির্মল হাওয়া টেনে নিলেন। তারপর শুরু হলো প্রাতঃভ্রমণ।রাস্তায় আরও দু'একজন প্রাতঃভ্রমণকারী দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ি, দোকানের মাথায় বিভিন্ন আকারের তিরঙ্গা জাতীয় পতাকা সদর্পে হাওয়ায় পতপতকরে উড়ছে।অমলবাবুর জন্ম স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে। তাই স্বাধীনতা- সংগ্রাম বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বাদ পাননি। যতটা জানা আছে শুধু মাত্র ইতিহাস পড়ে। আর কিছুটা তার স্বর্গতা স্বাধীনতা সংগ্রামী ঠাকুরমার মুখে শোনা। কিন্তু তবু আজকের দিনটা যেন একটা বিশেষ অনুভূতি জাগায় স্বাধীনতার - প্রতি বছর। মনে পড়ে সেই সব নাম জানা,অজানা অগুন্তি বীর সংগ্রামীগের আত্মবলিদানের কথা।চোখ ভরে আসে জলে,মাথা হেঁট হয় গভীর শ্রদ্ধায়। উনারা যে নিজের জীবনের পরিবর্তে দিয়ে গেলেন আমাদের স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ। অমলবাবু হাঁটছিলেন আর মনের পর্দায় ভেসে উঠছিলো ছোটবেলার টুকরো টুকরো স্মৃতি।প্রতিবছর পনেরোই আগস্টের ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নেওয়া। তারপর সূর্যোদয় হতে না হতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন। বাড়ির সামনের গুলঞ্চ ফুলগাছের মগডালে উঠে বাঁশ বেঁধে তাতে পতাকা উত্তোলন। এ যেন অন্য সবার চেয়ে নিজের পতাকা

মুল ভাবনা ও ছবি কৃতিত্ব : এস. কে., দত্ত

উপরে তোলার এক অলিখিত প্রতিযোগিতা। তারপর ধোয়া জামাকাপড় পড়ে প্রভাত ফেরিতে যোগ দিতে স্কুলের দিকে ছুট।প্রভাত ফেরি শেষে মিষ্টির বাক্স থাকতো উপরি পাওনা। আজকাল আর সেসব দৃশ্য খুব একটা দেখা যায় না।এমন কি সব জায়গায় পতাকা উত্তোলনও হয় না। এমনি সব কথার স্মৃতি চারণ করতে করতে অমলবাবু খানিকটা পথ এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ চোখে পড়লো অল্প দূরে একজন লোক রাস্তার একপাশে উল্টোমুখো হয়ে হাতজোড় করে প্রণামের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে।প্রথম দেখায় মনে হলো যেন সূর্যপ্রণাম করছেন। পরক্ষণেই মনে পড়লো নাহ, ওটা তো দক্ষিণদিক।তবে কি পাগল গোছের নাকি ? কৌতূহল হলো, তাই আরও কয়েকপা এগিয়ে মানুষটির প্রায় কাছাকাছি চলে এলেন। এবার দৃশ্যটি পরিষ্কার হলো। অশীতিপর একজন বৃদ্ধ, পড়নে খদ্দরের মলিন পাঞ্জাবি আর বেশ পুরোনো ধুতি। ধবধবে সাদা চুল কাঁধ ছাড়ানো লম্বা। গালভর্তি লম্বা সাদা দাড়ি। চোখে মোটা লেন্সের কালো ফ্রেমের পুরোনো ভাঁটিভাঙা চশমা।পায়ের জীর্ণ চটিজোড়া একপাশে খুলে রাখা। হয়তো লাঠির ভরসায় হাঁটতে হয়।তাই একটা লম্বা লাঠি ডানদিকে কাঁধের অবলম্বনে রাখা। কাছে এসে অমলবাবু লক্ষ্য করলেন - মানুষটি বিড়বিড় করে কিছু বলছেন আর তার চশমার নিচ দিয়ে দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।এবার উনার এই ভঙ্গিমার কারণ বুঝতে রাস্তার বিপরীত দিকে তাকিয়ে অমলবাবু আঁৎকে উঠলেন। রাস্তার ওপাড়ে একটি দোতলা বিল্ডিং।কোনো এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। সেই বাড়ির ছাদে উড়ছে একটি জাতীয় পতাকা। কে কবে তুলেছিল এই পতাকা কে জানে। যে বা যারা তুলেছিল নিশ্চয়ই ভুলে গেছে বেমালুম। কত সূর্যাস্ত পার হয়ে গেছে কোনো হিসেবে নেই। রোদ,বৃষ্টি,ঝড়ের দাপটে তিরঙ্গা আজ বর্ণহীন। মাঝের অশোক চক্র মুছে গেছে।উন্মুক্ত দিকটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে।তবু সে মাথা উঁচু করে উড়ে চলেছে। হায়রে অভাগা দেশ আমার!যে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষায় হাজারো বীর শহিদ হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছিলেন সেই জাতীয় পতাকার এহেন অসম্মান? এই লজ্জা লুকোবো কোথায় আমরা?

মনে হলো সেই প্রবীণ প্রকৃত নাগরিক হয়তো এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ভারত মায়ের কাছে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছিলেন। পুরো ব্যাপারটা অমলবাবুর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো।অমার্জনীয় অপরাধ করা সেই দোকানের মালিকের উপর একটা চাপা ক্রোধ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কাজগুলো সেরে টিভিটা খুলে বসলেন। চ্যানেল বদলে বদলে নানা অনুষ্ঠান,খবর দেখছিলেন কিন্তু কোনো কিছুতেই মনোসংযোগ করতে পারছিলেন না। বারবার সকালের ব্যাপারটা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিলো। ভাবছিলেন এই ব্যাপারে একজন সুনাগরিক হিসেবে তার কি করা উচিত। ভাবতে ভাবতে ঘড়িতে দশটা বেজে গেলো। অমলবাবু টিভি বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে রাস্তায় বেরিয়ে সটান সেই দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। দোকানটা বোধ হয় মাত্র খুলেছে। একজন কর্মচারী ধুপধুনো দিচ্ছিলো আর মালিক,খুব সম্ভাবত অবাঙালি, তার গদিতে হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে। অমলবাবুকে দেখে দিনের প্রথম খদ্দের ভেবে খুশিতে গদগদ হয়ে বললো - "আসুন স্যার বোসুন, কি লাগবে বোলুন"।

অমলবাবু মনের রাগটা যথাসম্ভব সংযত করে গম্ভীর স্ট্রে বললেন "আমি এখানে বসতে আসিনি, কিছু কিনতেও আসিনি"।

দোকান মালিক - "তো কি কোথা আছে" ?

"আপনার দোকানের উপরে যে জাতীয় পতাকাটা লাগানো আছে,সেটা কবে লাগিয়েছিলেন? লাগিয়ে কি ভুলে গেলেন যে সূর্যাস্তের আগে তাকে নামাতে হয়?পতাকাটা ছিঁড়ে গেছে , সেটাও আপনার চোখে পড়েনি আজ অব্দি'?- অমলবাবু একনাগাড়ে তিন- তিনটে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিলেন।

দোকান মালিক - "ও তো পিছলে বছর হামার ছেলেটা লাগিয়েছিল, আর খুলা হয়নি"।

অমলবাবু- "বাহ,বাহ কি সুন্দর কথা!আপনাকে তো মশাই জেলে পাঠানো দরকার। জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা দিতে শেখেননি তো লোক দেখিয়ে পতাকা তোলাই বা কেন"?

জেলে পাঠানোর কথা শুনে দোকান মালিক ঘাবড়ে গেলো। কাঁচুমাঁচু হয়ে হাতজোড় করে বললো -"মাফ করে দিজিয়ে স্যার,গোলতি হয়ে গেছে। থানা পুলিশ করবেন না প্লিজ"।

অমলবাবু আদেশের সুরে বললেন -"এক্ষুনি চলুন, পতাকাটা নামাবেন।আর যেন জীবনে এই ভুল না হয়"।

-"কভি নেহি স্যার।হামি এখুনি যাচ্ছে,ঝান্ডা নামিয়ে দিবে"।এই বলে দোকান মালিক সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে ছেঁড়া পতাকাটা নামিয়ে আনলো। অমলবাবু এবার যেন মনে স্বস্তি পেলেন। আর কথা না বাড়িয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

মানস কন্যা দেবী মনসা

অমিতাভ বসু

মনসা দেবী চ বিদমহে
জগতৌরী চ ধিমহে
তনো শক্তি প্রচোদয়াৎ

প্রাক-আর্য যুগ থেকে দেবী শক্তির আরাধনা চলে আসছে । সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার সময়ে সাপ রূপে শক্তির পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবী শক্তি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হন । এমনি এক রূপ হলো দেবী মনসা যিনি বিষ বিনাশ করেন । তিনি পদ্মাবতী নামেও পরিচিত এবং তাঁকে দেবী লক্ষ্মীর সাথে যুক্ত করা হয় । প্রচলিত বিশ্বাস তিনি সাপেদের রাজা বাসুকির বোন । বলা হয় সাপেরা যেমন পুনর্জন্মের জন্য তাদের চামড়া ফেলে দেয়, তেমনি মনসা দেবী ধ্বংস এবং পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। তিনি আবার একাধারে উর্বরতা এবং সমৃদ্ধির দেবী ।

বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে মা মনসার উল্লেখ রয়েছে। ব্রহ্মা বিবর্ত পুরাণ অনুসারে মনসা দেবী কাশ্যপ মুনির মানস কন্যা । আর তাঁর মা হলেন ঋষি কাশ্যপের পত্নী কদ্রু । কাশ্যপ ঋষির মনের চিন্তায় ও কল্পনায় উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর নাম 'মনসা' । কিন্তু পদ্মপুরাণ অনুসারে মনসা শিবের কন্যা আর শিবের মনের বাসনা থেকে তাঁর জন্ম বলে তাঁর নাম মনসা। মনসা দেবীর পিতৃত্ব সম্পর্কে দুই ভিন্ন কাহিনির প্রচলন সত্ত্বেও, এই বিষয়ে সকলে সাধারণত একমত যে মনের একাগ্র চিন্তা বা ধ্যান থেকে মনসা দেবীর উৎপত্তি ।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী জরতারু মুনির সাথে মনসার বিবাহ হয় । তবে মহাভারতে তাঁদের সন্তান অস্তিকা মুনির উল্লেখ আছে যিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প নিধন যজ্ঞ থেকে সর্প বংশকে রক্ষা করেছিলেন।

কি ভাবে মর্তে মনসা পূজার প্রচলন হয় তার বর্ণনা পাওয়া যায় প্রাচীন মনসা মঙ্গল কাব্যে । বহু কাল আগে ভাগীরথী নদীর তীরে চাঁদ সওদাগর নামে এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করতেন। চাঁদ সওদাগর তার ধন-সম্পদের জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন এবং মনসা দেবীকে নিকৃষ্ট দেবতা মনে করে তাঁর পূজা করতেন না। বহুবার মা মনসা চাঁদ সওদাগরকে তাঁর পূজা করার জন্য নানা ভাবে বার্তা পাঠান । কিন্তু শিব ভক্ত এই সওদাগার মনসার পূজা করতে কিছুতেই রাজী হন না । বারবার অনুনয় করার পর যখন চাঁদ সওদাগর তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করেন, তখন মনসা দেবী তাঁকে তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ দেখান । ছয় সপ্তাহের ব্যবধানে চাঁদ সওদাগরের ছয় সন্তান সাপের কামড়ে মারা যায়। শুধু তাঁর ছোট ছেলে লখিন্দর অবশিষ্ট ছিল। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও চাঁদ সওদাগরকে বিচলিত করেনি ।তিনি বলেন' যে হাতে পুজি আমি দেব শূলপানি, সে হাতে কেমনে পূজি চ্যাং মুড়ি কানি"। এতে মনসা দেবী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন । তাঁর একমাত্র জীবিত ছেলে লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য চাঁদ সওদাগর সবরকম সতর্কতার ব্যবস্থা করেন। লখিন্দরের বিবাহের রাত উদযাপনের জন্য চাঁদ সওদাগর একটি লোহার ঘর তৈরি করেন । তিনি ভাবেন ওই ঘরটিতে কোনোরকমেই কোনো সাপ প্রবেশ করতে পারবে না। জগতের কোন শক্তিই মনসা দেবীর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেনি। লখিন্দর কাল নাগিনীর দংশনে বিয়ের রাতে মারা যায়। লখিন্দরের বিধবা স্ত্রী বেহুলা তার স্বামীকে পুনর্জীবিত করার সংকল্প করেন । বেহুলার একনিষ্ঠ ভক্তি ও কঠোর তপস্যায় মনসা দেবী সন্তুষ্ট হন এবং বেহুলাকে দর্শন দেন । বেহুলা তার স্বামীর জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন । বেহুলার প্রার্থনায় মা মনসা একটি শর্তে লখিন্দরকে জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দেন । শর্তটি হলো চাঁদ সওদাগরকে মা মনসার পূজা করতে হবে । বেহুলা মা মনসাকে শর্ত পালনে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে শ্বশুরের পায়ে পড়ে এবং চোখে জল নিয়ে তাঁকে মনসা দেবীর পূজা করতে অনুরোধ করে। এতদিনে চাঁদ সওদাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর একগুঁয়ে মূর্খতার কারণে তাঁকে কী মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি মনসা দেবীর পূজা করতে রাজী হন এবং বাম হাত দিয়ে দেবীকে পূজার্ঘ্য প্রদান করেন । মনসা দেবী চাঁদ সওদাগরের পূজা গ্রহণ করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাত সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দেন জ্ঞ কথিত আছে সেই থেকে মর্তে মনসা পূজার শুরু ।

আবার দেবীভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে দেবী মনসার তপস্যায় ভগবান বিষ্ণু খুশি হয়ে বর দেন যে সর্বদা সকলে দেবী মনসার উপাসনা করবে। দেবীভাগবত পুরাণে আরো বলা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণু দেবীর প্রথম পূজা করেন। তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অনুসরণ করে ঋষি কাশ্যপ মনসা দেবীর পূজা করেন এবং পরে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব এবং মানুষ দেবী মনসার পূজা শুরু করেন। বাংলায় হাজার বছরেরও বেশি মনসা দেবীর নানা পুরনো ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের পণ্ডিত আচার্য শূলপানি তাঁর "ব্রত-কলা বিবেক" গ্রন্থে মনসা ব্রত সম্পর্কে লিখেছেন। বহু যুগ যাবৎ রাঢ় বাংলা থেকে বরাক উপত্যকা পর্যন্ত মা মনসার পূজা প্রচলিত আছে। রাঢ় বাংলায় দশহরার দিন থেকে মনসা পূজার মরসুম শুরু এবং ভাদ্র সংক্রান্তিতে শেষ । গ্রামবাংলায় মা মনসার জনপ্রিয়তা ও পূজা মা দুর্গার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যেমন, দীর্ঘ তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ফুলঝাড়া এলাকায় দুর্গাপুজোর সময় নিষ্ঠা সহকারে দুর্গা পূজার সব আচার মেনে মা মনসার পূজা চলে আসছে। ফুলঝাড়ার এই পূজায় দুর্গা মূর্তির মতো দেবী মনসার পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি রাখা হয়। কিন্তু গণেশ ও কার্তিকের মূর্তি থাকে না।

প্রাচীন রীতি অনুসারে বরাক উপত্যকায় নৌকায় মা মনসার মূর্তি রেখে দেবীর পূজা করা হয় এবং এই পূজা প্রথা নৌকা পূজা বলে পরিচিত । বরাক উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে জৈন্তিয়া পাহাড় এবং পূর্বে বড়াইল পর্বত শ্রেণি । পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম বরাক নদীর মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ নৌপথ । সম্ভবত বরাক উপত্যকার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে নৌকায় মনসা পূজার প্রচলন । গান ও নাচ এই পূজার অপরিহার্য অংশ জ্ঞ যাঁরা নাচ গান করেন তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান করেন। এই এলাকার মানুষের বিশ্বাস দেবীর সামনে গান ও নাচ পরিবেশন করলে তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া যায় । এই অঞ্চলে নৌকা পূজা ছাড়া শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে, অর্থাৎ, শ্রাবণী সংক্রান্তির দিন, প্রায় সমস্ত বাঙালি হিন্দু বাড়িতে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধারণত মহিলারা একটি নির্দিষ্ট সুরে সমগ্র মনসা পুরাণ পাঠ করেন।

পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতে মূলত বর্ষাকাল - আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস — জুড়ে মনসা পূজা অনুষ্ঠান চলে। বর্ষাকালে সাপেরা তাদের বাসা ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই সর্প দংশন থেকে রক্ষা ও বিষ ক্ষয়ের জন্য বর্ষাকালে মনসা পূজার রীতি চলে আসছে । মনসা পূজায় যারা নিঃসন্তান তারা দেবীর কাছে সন্তান - সন্ততি কামনা করেন, কেউ কেউ ধন-সম্পদ প্রার্থনা করেন দ্রবিভিন্ন এলাকায় পূজার দিন স্থানীয় নিয়ামগুরীতি মতো নির্ধারিত হয়। তবে অধিকাংশ অঞ্চলে মাসের সংক্রান্তির দিন ও পঞ্চমী তিথিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয় । যে মূর্তিতে দেবী মনসা পূজিত হন তা প্রায় সর্বত্র একই ধরণের। গৌরবর্ণ দেবী হংসের উপর ললিতাসন ভঙ্গিতে বসে । পরনে রক্তবর্ণ বসন । নানা অলংকারে ভূষিতা, যার মধ্যে সর্প-কুচ বন্ধ বা সর্প মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্জ তাঁর মাথায় মুকুট যাতে সাতটি সাপের ফণা । দেবীর দুই হাত । বাম হাতে অষ্ট ফনা বিশিষ্ট সাপ। দেবীর ডান হাত বরদা ভঙ্গীতে।। কোথাও কোথাও দেবীকে চতুর্ভুজা দেখা যায় । আর কখনো কখনো তাঁর সন্তান আস্তিকার মূর্তি পাশে থাকে ।

কোনো কোনো পূজাস্থলে মূর্তির পরিবর্তে মনসাগাছ স্থাপন করে পূজা করা হয় । এই পুজায় ফল, সবজি, চাল, ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য ছাড়া, মনসা দেবীকে দুধ ও কলা অবশ্যই নিবেদন করা হয় এবং তা প্রায় পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ । কোনো কোনো জায়গায় পশুবলির প্রথা আছে ।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও মনসা দেবীর পূজা করা হয়। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার এবং হরিয়ানার পাঁচকুলায় অবস্থিত মনসা মন্দিরগুলিকে সিদ্ধ পীঠ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । কথিত আছে পাঁচকুলার যেখানে মনসা মন্দির আছে সেখানে দক্ষ্য যজ্ঞের পর খণ্ডিত সতী মাতার দেহের মাথার অংশ পড়েছিল । এছাড়া আরো অনেক অঞ্চলে যেমন, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ বিহারের ভাগলপুর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটকে মনসা মন্দির রয়েছে ।

মা মনসা শক্তিশালী দেবী । প্রচলিত বিশ্বাস যে সারা ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করতে ভগবান শিব যখন সমুদ্র মন্থন থেকে উদ্ভূত বিষ পান করেন, তাঁর গলা নীল হয়ে যায় আর তখন দেবী মনসা ভগবান শিবের দেহে বিষের বিস্তার রোধ করেন । মনসা দেবী তাঁর ভক্তদের প্রতি অতি দয়ালু এবং করুণাময়ী । বিশ্বাস করা হয় যে দেবী তাঁর আন্তরিক ভক্তের সমস্ত সদিচ্ছা পূরণ করেন । মন, শরীর এবং সমস্ত কর্মের উপর মা মনসা বিরাজমান । তাঁর আরাধনা ও আশীর্বাদে আমাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার শক্তি জাগ্রত হয় ।

ওজন ঝরাতে প্রতি দিন রসুন খেতে হবে মধু মিশিয়ে

পুজো আসতে তো আর বেশি দিন বাকি নেই। এখন থেকে শরীরচর্চা না করলে রোগা হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। তবে, শুধু ঘাম ঝরালেই তো হবে না। সঙ্গে ডায়েট মেনে খাবারও খেতে হবে। এ সবের পাশাপাশি অনেকে ডিটক্স পানীয়, নানা ধরনের বীজ, ভেষজ চা-ও খেয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই ধরনের টোটকা সরাসরি মেদ গলিয়ে দেয় না। উল্টে সেই কাজে সহায়তা করে। তেমনই একটি টোটকা হল কাঁচা রসুন এবং মধু। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রসুনের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ শরীরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। আবার, শিশুদের সর্দিকাশি নিরাময়ে মধু উপযোগী। মধুর মধ্যেও একই ভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান রয়েছে। দু'টি উপাদানই নিজ গুণে সমৃদ্ধ। তবে এই দুই উপাদান যদি একসঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে মজানো হয়, তার উপকারিতা বৃদ্ধি পায় কয়েক গুণ।বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে মধুতে মজানো রসুন। কিন্তু ঠিক কী ভাবে রসুনের সঙ্গে মধু মেশালে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। সেই পদ্ধতি দেওয়া রইল এখানে।

উপকরণ:

এক কোয়া রসুন: ২০টি

মধু: ২৫০ গ্রাম

বায়ুরোধী কাচের শিশি

পদ্ধতি:

১) প্রথমে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে, তা পরিষ্কার সুতির কাপড়ে ভাল করে মুছে পরিষ্কার করে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন কোনও ভাবেই রসুনের গায়ে জল না থাকে। ২) এ বার বায়ুরোধী কাচের শিশিতে রসুনগুলি দিয়ে দিন। কাচের শিশির মধ্যে যেন জল না থাকে, তা-ও দেখে নিতে হবে। ৩) শিশির মধ্যে মধু ঢেলে দিন। রসুন যেন মধুর মধ্যে পুরোপুরি ডুবে থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। ৪) এক মাস এই ভাবে রেখে দিন। তবে তিন দিন পর পর পরিষ্কার একটি চামচ দিয়ে রসুন নেড়ে দিতে হবে। ৫) তবে খেয়াল রাখতে হবে কোনও ভাবেই রান্নাঘরের তাপ, সূর্যের আলো বা জলের সংস্পর্শে যেন না আসে শিশিটি।

বেড়াতে যাওয়ার আগে কোন কোন বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রয়োজন ?

বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ দুষিহ হয়ে উঠতে পারে বাইরে গিয়ে পেটখারাপ হলে। আচমকা পেটব্যথা, ডায়েরিয়া হলে বেড়ানো তো মাটি হয়ে যায়ই, পাশাপাশি, অচেনা-অজানা জায়গায় সমস্যার শেষ থাকে না। পরিস্থিতি তেমন হলে, হাসপাতালে ভর্তি করাই হয় শেষ উপায়। এমন বিপদ এড়াতে শুরু থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

দরকার, কিছু ওষুধ সঙ্গে রাখা। এমন সমস্যা এড়াতে কী কী করবেন?

হাত ধোয়া- বাইরে গেলে হাত ধোয়ার কথা মাথায় থাকে না। সমস্ত জায়গায় হাত ধোয়ার জলও হয়তো থাকে না। এ দিকে টুকিটাকি মুখ চলতেই থাকে। হাত না ধুয়ে খাওয়ার প্রবণতা যে কোনও সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। অপরিষ্কার হাতে খাওয়া পেটের সমস্যার অন্যতম কারণ। তাই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জায়গা না থাকলে সঙ্গে হ্যান্ড স্যানটাইজার রাখতে পারেন। স্যানিটাইজার ব্যবহারের পর পরিষ্কার জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিলে ভাল হয়।

জল থেকে সাবধান- বিদেশ বিভুঁইয়ে আচমকা পেটখারাপের অন্যতম কারণ হতে পারে অপরিশ্রুত পানীয় জল। বিশেষত পাহাড়ি জায়গায় জল থেকে পেটের সমস্যা হয়। যে কোনও জায়গায় গেলেই কী জল পান করছেন, সেটি পরিশ্রুত পানীয় জল কি না, দেখে নেওয়া প্রয়োজন। এ রকম ক্ষেত্রে পরিশ্রুত বোতলবন্দি পানীয় জল কিনে খাওয়াই ভাল। শুধু খাওয়াই নয়, অপরিশ্রুত জল মুখে গেলেই পেটখারাপ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুখ ধোয়া বা কুলকুচি পানীয় জলেই করাই ভাল।

স্যালাড- অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন হন। বিভিন্ন রকম স্যালাড পছন্দ করেন। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে কাঁচা সব্জি খাওয়ার সময় সতর্ক হওয়া দরকার। কাঁচা সব্জি ভাল করে ধোয়া না হলে, তা থেকে পেটখারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাইরে গিয়ে প্রয়োজনে এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

অচেনা খাবার- যে কোনও জায়গায় বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় খাবার লোকে চেখে দেখেন। রাস্তার ধার থেকে খাবার কেনার সময়, তার গুণগত মান সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। একেবারে অচেনা খাবার চেখে দেখার ইচ্ছা হলে, বিশেষত তা যদি সামুদ্রিক কোনও মাছ বা প্রাণী হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম বার বেশি না খাওয়াই ভাল। অনেক খাবারেই শরীরে অ্যালার্জি হতে পারে। কোন খাবারে তা হবে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। অ্যালার্জি কখনও কখনও প্রাণঘাতীও হতে পারে।

ওষুধ- গ্যাস, অম্বল, পেটব্যাথা, ডায়েরিয়া, পেটের সংক্রমণ হলে খাওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যালার্জির ওষুধ বেড়াতে যাবার আগেই চিকিৎসকের কাছ থেকে লিখিয়ে নিন। সমস্ত ওষুধ গুছিয়ে নেওয়া জরুরি। অনেকেই মনে করেন, কিছু হবে না। হলে ওষুধ কিনে নেওয়া যাবে। এই মানসিকতা বিপদ ডেকে আনতে পারে। মাঝরাতে শরীর খারাপ হলে কোথায় ওষুধ খুঁজবেন? হাতের কাছে দোকান থাকলেও নির্ধারিত ওষুধটি যে পাওয়া যাবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এ ছাড়াও, সঙ্গে ওআরএস রাখা দরকার।

"স্বদেশ"

দীপক রঞ্জন কর

স্বদেশ ভারত আমার হৃদয়ের গর্ব,
গুণে ঐশ্বর্যে সংস্কৃতিতে সেরা সর্ব ,
ঐতিহ্য,সম্প্রীতি আর ত্যাগে অপূর্ব
আজ বীর সেনাদের স্মরণ করার পর্ব।

দু'শ বছর যাতনা পেয়েছি যে কত,
তবু দেশের জন্য মাথা করেনি নত ,
সংগ্রামে বলিদানে শহিদ শত শত ,
উঁচিয়ে মাথা রেখেছে সদাই উন্নত।

বহু বিপ্লবে ব্রিটিশ তাড়িয়ে বিদেশ,
স্বাধীনতা পেল আমদের প্রিয় দেশ,
বহু ভাষা,মত,ধর্মের সমন্বয়ে এ দেশ
বৈচিত্রে ঐক্যে মহান আমার স্বদেশ।

তিরঙ্গা তলে বহু শহিদের তাজা রক্ত
করেছে দেশকে স্বাধীন,-পরাধীন মুক্ত
কতশত দেশপ্রেমী,হাজার দেশ ভক্ত,
ঝান্ডাকে করেছে মজবুত আরো শক্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদের পদতলে
শ্রদ্ধার্ঘ করি অর্পণ,
আজ ভারতবাসী নতমস্তকে করি
তাঁদের মহান কৃতির স্মরণ।

দেশ বিভাজনের বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে প্রদর্শনী স্টল স্থাপন

মালিগাঁও, ১৪ আগস্ট, ২০২৪: দেশ বিভাজনের সময় জনগণ যে কষ্ট ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৪ আগস্টের দিনটিকে ভারত সরকারের দ্বারা বিভাজনের বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসেবে ঘোষণা হয়েছে। ভারত বিভাজনের কাহিনি হলো মানুষের নজিরবিহীন স্থানান্তরণ ও বল প্রয়োগ করে মানুষকে দেশান্তর করার কাহিনি। কীভাবে একটি জীবনশৈলি ও সহবস্থানের একটি যুগ আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে তারও কাহিনি এই দেশ বিভাজনের ঘটনা, অপরিচিত ও বিভিন্ন বাধায় পরিপূর্ণ স্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নতুন বাড়ি খুঁজতে বাধ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বিভাজনের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্য, দুখ-কষ্টের কাহিনি প্রকাশ্যে নিয়ে আসে এই দিনটি। ভারতের মানুষ আজকের দিনে দেশের যে সমস্ত পুত্র-কন্যা দেশ বিভাজনের সময় নিজেদের পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করার পাশাপাশি নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

সমগ্র দেশের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও তার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভাজনের সময় ভারতীয়দের দুর্ভোগ-যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্টের চিত্র সম্বলিত প্রদর্শনী স্টল, হোর্ডিং ও ফটোগ্রাফের মাধ্যমে দেশের কালো অধ্যায়ের অংশ হিসেবে দেশভাগের বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় মালিগাঁওয়ে এবং কাটিহার, কিষানগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং., বালুরঘাট, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, ফালাকাটা, নিউ মাল জং., কোকরাঝাড়, রঙিয়া জং., বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও জং., গোয়ালপাড়া টাউন, রাঙাপাড়া নর্থ, গহপুর, গুয়াহাটি, লামডিং, শিলচর, আগরতলা, ডিমাপুর, যোরহাট টাউন, মরিয়নি জং., নর্থ লখিমপুর, ডিব্রুগড় এবং নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনে বিভিন্ন কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

বিভাজনের দুঃখ কখনই ভোলা সম্ভব নয়। লক্ষাধিক ভারতীয়কে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল এবং বিবেকহীন ঘৃণা ও হিংসায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এই দিবস পালনের ফলে প্রত্যেককে, বিশেষত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা স্কুল পড়ুয়াদের সামাজিক বিভাজন, বৈষম্যতা দূর করা এবং ঐক্যতার চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করবে।

আবারও পিছিয়ে গেল ভিনেশ ফোগাটের মামলার রায়দান, সিদ্ধান্ত শুক্রবার

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): ভিনেশ কি রুপো পাবেন? এর উত্তর জানতে গোটা দেশ তাকিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের রায়ের দিকে। এই নিয়ে তৃতীয়বার রায়দান পিছিয়ে গেল। পূর্ব ঘোষণা মতো মঙ্গলবারও আদালত রায় দিতে পারল না। জানা গেছে আগামী শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৯টায় রায় জানাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত।উল্লেখ্য, গত শুক্রবার শুনানি শেষ হওয়ার পর জানানো হয়েছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালত রায় ঘোষণা করবে। কিন্তু গত শুক্রবার রায় জানানো হয়নি। বলা হয়েছিল শনিবার রায় ঘোষণা হবে। তাও হয়নি। আবারও রায় দানের দিন পিছিয়ে মঙ্গলবার নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাও হল না। পুনরায় পিছিয়ে রায়দানের তারিখ ঠিক করা হয়েছে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ১৬ আগস্ট রাতে।

বারাণসীতে ১৭ আগস্ট পর্যালোচনা বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

বারাণসী, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ১৭ আগস্ট বারাণসীতে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। তিনি শনিবার একদিনের সফরে বারাণসীতে যাচ্ছেন। জানা গেছে, সেখানকার সার্কিট হাউসে উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। এর পর অলিম্পিয়ান ললিত উপাধ্যায়কে সম্মাননা জানাবেন তিনি।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে দর্শন ও পুজোর পাশাপাশি বারাণসীতে শুরু হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলিও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পরিদর্শন করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর আসার ইঙ্গিত পেতেই প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে বলে জানা গেছে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১.১৩ ডলার

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : দেশজুড়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন নেই। দীর্ঘমেয়াদী মূল্য স্থিতিশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.৪৪ ডলার বা ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৮১.১৩ ডলারে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড প্রতি ব্যারেল ০.৫০ ডলার বা ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে ৭৮.৮৫ ডলারে লেনদেন করছে।

বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন অমিত শাহের, জাতীয় পতাকার সঙ্গে সেলফি নিলেন যোগী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): গত ৯ আগস্ট থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান, চলবে আগামীকাল পর্যন্ত। হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে দিল্লিতে নিজস্ব বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বাধীনতা দিবসের আগে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অধীনেই এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অমিত শাহ।পাশাপাশি এদিনই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। তিরঙ্গা উত্তোলনের পর জাতীয় পতাকার সঙ্গে সেলফিও তোলেন তিনি। বুধবার সকালে লখনউয়ের বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পাটনায় আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু এক ব্যক্তির, মামলা রুজু করে তদন্তে পুলিশ

পাটনা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন এক ব্যক্তি। পাটনার বজরংপুরী এলাকার ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুই দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে ওই ব্যক্তিকে গুলি করে। নিহতের নাম-অজয় কুমার।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে ভোগান্তির শিকার রোগীরা

কোচবিহার, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। বুধবার সকাল থেকেই চোখ, প্রসূতি—সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকের দেখা পাওয়া যায়নি। ফলে হাজারেরও বেশি রোগী ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলন শামিল হয় এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়া ও চিকিৎসকরা। প্রথমে সোমবার তাঁরা বহির্বিভাগে কর্মবিরতি পালন করেন। বিভাগ বন্ধ করে রেখে বিক্ষোভ দেখান। মঙ্গলবার পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও, বুধবার সকাল থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।

আততায়ীদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছে, আশঙ্কা তথাগতের

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন ও অনাস্থার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, "এর মানে হল পুলিশ সঞ্জয় ছাড়া অন্য আততায়ীদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছে। এর সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। হামলাকারীরা হলো... এবং যে কারণে সঞ্জয় ফাঁসিতে ঝোলার ব্যাপারে এতটাই নৈমিত্তিক ছিলেন যে তিনি নিশ্চিত নিশ্চিত বিচার বিভাগ সঠিকভাবে মামলা লড়বে না।"

জলপাইগুড়ির দিনবাজারে শুট আউট কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত, উদ্ধার একটি গাড়িও

জলপাইগুড়ি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): জলপাইগুড়ির দিনবাজারে শুট আউট কাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আশিস যাদব। পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৪ জুলাই রাতে দিনবাজার এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয় একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পরপর দু'রাউন্ড গুলি চালায় এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তদের ধরতে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার বিশেষ পুলিশ বাহিনী গোরক্ষপুরে পৌঁছয়। বুধবার তাঁরা মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে একটি গাড়িও। পুলিশের দাবি, ঘটনার দিন এই গাড়িতে করেই এসেছিল দুষ্কৃতীরা।

সবরমতী নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় ডুবে মৃত ৩

আমেদাবাদ, ১৪ আগস্ট (হি.স.): সবরমতী নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় ডুবে মৃত্যু হলো ৩ জনের। বুধবার সকালে গান্ধীনগরের ৩০ নম্বর সেক্টরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে প্রতিমা বিসর্জনের সময় একজন গভীর জলে তলিয়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে আরও ৪ জন জলে ঝাঁপ দেন। জলের গভীরতা এতটাই বেশি ছিল যে ওই ৪ জনও ডুবে যেতে থাকেন। তড়িঘড়ি কোনওরকমে বাঁচানো সম্ভব হয় তাঁদের মধ্যে দুজনকে। কিন্তু বাকি দুজন মারা যান। মৃতরা হলেন পুনম প্রজাপতি, ভারতী বেন প্রজাপতি এবং অজয় বানজারা।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে উদ্বোধন পুলিশ ক্যাম্পের

কোচবিহার, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সর্বত্রই প্রশ্ন উঠছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প খোলা হয়েছে।মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে পুলিশ

ছ'টি স্থানে সরকারিভাবে রাজ্য সরকারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ছ'টি স্থানে রাজ্য সরকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কথা ঘোষণা করেছে। বুধবার নবান্ন থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় গান্ধীঘাটে গান্ধীজীর স্মৃতিবেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে থাকবেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সকাল সাড়ে এগারোটায় রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেলা ১১টায় মহাকরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন ফিরহাদ হাকিম। বেলা সাড়ে ১১টায় মহাকরণের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। এর ১০ মিনিট পরে তিনি মহাকরণে ১০৩ নম্বর ঘরে ঋষি অরবিন্দ ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যর জন্মদিন স্মরণে তাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন। বেলা সাড়ে ১২টায় মেয়ো রোডে গান্ধীজীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ১২টা ৩৫-এ ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে ঋষি অরবিন্দর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

আর জি কর হাসপাতালে বুধেও ওপিডি বন্ধ, দেশজুড়ে অব্যাহত ডাক্তারদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এখনও ক্ষোভ ফুঁসছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে বুধবারও আর জি কর হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে ওপিডি বিভাগ। ফলে চিকিৎসা না পেয়ে এদিনও দুর্ভোগে পড়লেন রোগীরা। কর্মবিরতি চলছে পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক হাসপাতালে।শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এদিনও ডাক্তারদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জারি রয়েছে। আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে হায়দরাবাদে বিক্ষোভ দেখান ডাক্তাররা, মুম্বইয়ের সিওন হাসপাতালের চিকিৎসকরাও বিক্ষোভ সামিল হন। অসমের গুয়াহাটিতেও গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখান এদিন।

কৃষ্ণনগরে হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন বিএসএফ-এর, বিতরণ করা হল জাতীয় পতাকা

কৃষ্ণনগর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করলো সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয় বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে। এছাড়াও বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিএসএফ-এর কর্মসূচিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। কৃষ্ণনগর বিএসএফ ডিআইজি সঞ্জয় কুমার বলেছেন, 'আমরা চাই দেশের প্রতিটি নাগরিক নিজস্ব দেশ নিয়ে গর্ববোধ

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ফের সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ফের সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি লিখেছেন, "পঁচাত্তর বছর গত হলেও শুধু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরলস চেষ্টায় যে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, গোটা বাংলাটাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় নি, সে দুঃখ বাঙালি মোছলমানেরা এখনো ভুলতে পারছে না। সেই সঙ্গে কিছু টুপি-দাড়ি-ওয়ালা হিন্দুরাও পারছে না। সেইজন্য, যে মহামানবের জন্য আমরা বাঙালি হিন্দুরা আজ ভারতের গর্বিত নাগরিক, তাকেই গালি দেয়।"

অপর একটি এক্স-বার্তায় তথাগতবাবু এদিন লিখেছেন, "পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে বাঙালি মুসলমান এক কোটির উপর বাঙালি হিন্দুকে তাড়িয়ে পথের ভিখারী করেছে। আনুমানিক কয়েক লক্ষ হিন্দু খুন করেছে, নারীধর্ষণ করেছে। এখনো করছে। ঠিক বলছি না ভুল বলছি ? বাকি কথাগুলো এত অলীক ও অর্থহীন যে কষ্ট করে সেগুলোর প্রতিবাদও করছি না।"

আরও একটি এক্স-বার্তায় তথাগতবাবু এদিন লিখেছেন, "মাথায় পরিষ্কার করে ঢুকিয়ে নিন। "বাঙালি" বলে কিছু হয় না - হয় "বাঙালি হিন্দু" না হয় "বাঙালি মুসলমান"।

বাঙালি মুসলমানের হাতে বাঙালি হিন্দু যত নির্যাতিত হয়েছে এত আর কোন জনগোষ্ঠী হয়েছে কি না সন্দেহ। অতএব যেটা হচ্ছে সেটা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।"

বিভাজন বিভীষিকা দিবসে দেশভাগের যন্ত্রণাময় ইতিহাস স্মরণ নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ফের দেশভাগের যন্ত্রণার ছবিটা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সেই ভয়ংকর সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার কথা স্মরণ করলেন তিনি। এদিন নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ''বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসে আমরা সেই অগণিত মানুষদের স্মরণ করি যাঁরা দেশভাগের ভয়াবহতার কারণে প্রভাবিত এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দিনটা তাঁদের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি দিন, যা মানুষের বিপদের মোকাবিলা করার শক্তিকেই চিত্রিত করে।

দেশভাগের ফলে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিজের জীবনকে পুনর্গঠন করেন এবং বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। আজ আমরা আমাদের দেশের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সর্বদা রক্ষা করার জন্য আমাদের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করছি।"

প্রসঙ্গত, দেশভাগের যন্ত্রণাকে কোনও ভাবেই ভোলা সম্ভব নয়। এই বার্তা দিয়ে ২০২১ সালে ১৪ আগস্ট দিনটিকে 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রথমবারই তিনি দাবি করেছিলেন, সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে দেশবাসীকে একসুরে বেঁধে রাখতে সাহায্য করবে এই দিনটি।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজপথে শিলিগুড়ির নারীরাও

শিলিগুড়ি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং নারী সুরক্ষার দাবিতে স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে পথে নামছেন শহরের নারীরা। চিকিৎসক থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, সাহিত্যিক থেকে শিক্ষিকা, সংগীতশিল্পী থেকে সংগীতানুরাগী- মিলে যাচ্ছেন সবাই। সোশ্যাল মিডিয়ার 'এক ডাকেই' হাজির হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন সকলে। ১৪ অগাস্ট, রাত ১১:৫৫-য় কলকাতার রাজপথ দখলের বার্তা ভেসে এসেছিল সমাজমাধ্যমে। হুহু করে সেই বার্তা ছড়াতে খুব বেশি সময় নেয়নি। বর্ধমান, মালদা, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ির মতো একে একে মোটামুটি সব বড় শহরেই এক হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন নারীরা। শিলিগুড়িও এবার সেই পথে। তবে, কলকাতার সঙ্গে একই সময়ে নয়, বরং তার আগেই ভিড় জমাট বাঁধতে চলেছে শহর শিলিগুড়িতে। রাত ১১টায় বাঘা যতীন পার্ক এবং দার্জিলিং মোড়ে মিলিত হওয়ার বার্তা এসেছে।

উদ্যোক্তা কারা, তা স্পষ্ট না হলেও কলকাতায় মহিলাদের প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে প্রথম পা মেলানোর ডাক দিয়েছিলেন এ শহরের মহিলা চিকিৎসকরাই। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন অন্য পেশার মহিলারাও।

পাশাপাশি এই আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক রং যাতে না লাগে সে আর্জিও জানিয়েছেন সুধী নাগরিকরা।প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। পথে নামতে শুরু করেছেন ডাক্তাররা।

আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়েছে দেশের অন্য রাজ্যেও। সাধারণ মানুষও মেয়েদের নিরাপত্তা চেয়ে সোচ্চার।

এই পরিস্থিতিতে সব শহরেই মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে পথে নামছেন মহিলা, গৃহবধূ, তরুণীরা। আর জি করের মতো ঘটনা যাতে আর কোথাও না ঘটে, সমাজ ও সরকারকে তা সুনিশ্চিত করতে বলছেন তাঁরা। আর মেয়েদের এই স্বাধীনতার জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতার ঠিক আগের রাতটাকেই।

বিধানসভায় বিক্ষোভ বিজেপির, উঠলো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের খুনের ঘটনায় এ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ চাই। এই দাবি নিয়ে বিধানসভার লবির সামনে দক্ষিণ দিকের মূল ফটকের সিঁড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী—সহ আরও একাধিক বিধায়ক রয়েছেন ওই অবস্থান কর্মসূচিতে। বিধায়কদের নিয়ে দলের নির্দেশে সামিল হয়েছেন দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ, বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, অনুপ কুমার সাহা, রবীন্দ্রনাথ মাইতি প্রমুখ। এ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে বলেন, অধ্যক্ষের কাছে এ নিয়ে আর্জি জানানো হয়েছিল।

যদিও আজকের জন্য সময় চাইলে তিনি তা বাতিল করে দেন। সুতরাং বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়ের অনুমতি ছাড়াই সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

আমজনতার জন্য ১৬ আগস্ট থেকে খুলবে অমৃত উদ্যান

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আমজনতার জন্য ১৬ আগস্ট থেকে খুলে যাবে রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান। তার আগে দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার চলতি বছরের গ্রীষ্মকালীন অমৃত উদ্যান বার্ষিকী—২০২৪ এর সূচনা করবেন।

জানা গেছে, অমৃত উদ্যান এর প্রবেশ দ্বার আগামী শুক্রবার (১৬ অগস্ট) থেকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি দেখতে পারবেন পর্যটকরা।

বুধবার আগরতলায় অরুনধুতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

রাজ্যজুড়ে সাংবাদিকদের মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনায় পাঁচ জন সাংবাদিক নিহত এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এছাড়া অর্ধশতাধিক সাংবাদিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসব ঘটনা মুক্ত সাংবাদিকতার পরিপন্থী। ত্রিপুরার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। আজ বাংলাদেশে নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে কালো ব্যাজ ধারণ করলেন রাজ্যের বিভিন্ন জার্নালিস্ট সংগঠন।

বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মরত সাংবাদিকদের উপর হামলা এমনকি প্রাণনাশের ঘটনা ঘটে চলেছে। আজ আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিক সংগঠনগুলির তরফ থেকে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে কাল ব্যাজ ধারণ করেছেন সাংবাদিকরা। পাশাপাশি, অতিসত্বর এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার সহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানাল সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো।

এদিকে, বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যা এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ধর্মনগরেও সাংবাদিকরা সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট আমাদের পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে কট্টরপন্থী জামাত ইসলাম বিএনপি দেশের ছাত্র সংগঠনকে লেলিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হাসিনা সরকারকে ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করে। পরবর্তী সময়ে যেভাবে বাংলাদেশে অরাজকতা নামিয়ে আনে সেই অরাজকতার ফলে সে দেশের ৫-৬ জন সাংবাদিক-কে হত্যা করে। মোট ১০-১২ জন সাংবাদিককে আহত হয়েছেন।পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রেসক্লাব থেকেও ৫১ জন সাংবাদিককে বহিষ্কার করা হয়। এরই প্রতিবাদে আজকে সারা রাজ্যের সাথে ধর্মনগরেও সমস্ত সাংবাদিক সম্মিলিতভাবে ধর্মনগর জেলা শাসকের অফিস প্রাঙ্গনে মৌন প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পাশাপাশি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি, খুমুলুং প্রেসক্লাব, ত্রিপুরা ডিজিটাল মিডিয়া সোসাইটি, ত্রিপুরা ওয়েব মিডিয়া ফোরাম, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্যরাও আজ এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং প্রতিবাদ মুখর দুপুরে শামিল হয়েছেন।

শিক্ষক অভিজিতের মৃত্যু পরিকল্পিত খুন ঃ অভিযোগ জিতেনের

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: শিক্ষক অভিজিৎ দে কে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার পরও তাকে চিকিৎসা না করে আদালতে তোলা হয়েছিল। যার কারণে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে। আজ নিহতের পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে এমনটাই অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, শিক্ষক অভিজিৎ দে হত্যাকান্ড একটি পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। শাসক দলের ছত্র ছায়ায় থেকেই শিক্ষক খুন কান্ডের মূল অভিযুক্ত শঙ্কর কর্মকারের এই বাড়বাড়ন্ত পেয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, গত ৮ আগস্ট রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন উদয়পুর আই এস অফিসের বিপরীতে অবস্থিত তৈবান্দাল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক অভিজিৎ দেকে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড স্থিত টং দোকানের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে অসুস্থ করে।ঘাতক দুই মূল অভিযুক্ত উদয়পুর পোলট্রি রোড এলাকার জয়ন্ত সাহা ও শংকর কর্মকার। পরে শিক্ষক অভিজিৎ-এর স্ত্রীকে খবর দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সামনে অমানুষিক নির্যাতন ও আঘাত করে উদয়পুর পোলট্রি রোড এলাকার শংকর রাম কর্মকার, জয়ন্ত সাহা সহ আরো অনেকে। শিক্ষক অভিজিৎ দের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের পর অভিযুক্ত শংকর ও জয়ন্ত রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ অভিজিৎকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন নয় আগস্ট দুপুরে পক্সো আইনে আদালতে তোলা হলে আদালত অভিজিৎ-এর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে অভিজিৎ-এর জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু তারপর তাকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

তাঁর অভিযোগ, অভিজিৎ -কে পিটিয়ে গুরুতর আ*হত করার পরও তাকে চিকিৎসা না করে আদালতে তোলা হয়েছিল। যার কারনে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে। আসলে এই হত্যাকান্ড পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। এই ঘটনার সাথে জড়িত শুধু মূল অভিযুক্ত নয়, মূল অভিযুক্তের সাথে জড়িত কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার এবং গোমতী জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলে অভিযোগ করেন তিনি।পুলিশ যদি উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতো তাহলে হয়তো আক্রান্ত শিক্ষক অভিজিৎ দে'কে কে বাঁচানো যেত বলেন তিনি।এদিন তিনি গোটা রাজ্যবাসীকে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সরব হতে আবেদন জানিয়েছেন।

সঠিকভাবে গণনা হলে ভালো ফলাফল করতো কংগ্রেস: আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: সঠিকভাবে গণনা হলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরো ভালো ফলাফল করতো কংগ্রেস দল। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে হামলা হুজ্জতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে শাসক দল বিজেপি বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক, পোলিং এজেন্ট এবং প্রার্থীদের ওপর আক্রমণ সংঘটিত করেছে। ভোটগ্রহণের দিন বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র থেকে পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। কোন প্রশাসনিক সাহায্য পায়নি বিরোধী দলের কর্মীরা।গণনার দিনও একই চিত্র লক্ষ্য করা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে। সেখানে বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কালাছড়া ব্লক, চুরাইবাড়ি ব্লক, করমছড়া ব্লক, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, কাঠালিয়া, যুবরাজনগর প্রভৃতি ব্লকে তীব্র সন্ত্রাস চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। বিভিন্ন জায়গায় হামলার প্রতিবাদে রিটার্নিং অফিসারের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির।

পুর নিগমের ২০নং ওয়ার্ডর তিরঙ্গা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট:আগরতলা পুর নিগমের ২০নং ওয়ার্ড এবং কিষাণ মোর্চার যৌথ উদ্যোগে বুধবার মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হয়।আগরতলা পৌর নিগমের ২০নং ওয়ার্ড ও কিষান মোর্চার উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বুধবার রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এদিন নেতাজি মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সেই সঙ্গে পথ চলতি জনগণের মধ্যে জাতীয় পতাকা হাতে তুলে দেওয়া হয়।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ২০নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু"বছর আগে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে এ রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট:ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে বুধবার হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় হর ঘর তিরাঙ্গা র্যালি।

এই রেলিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর, শিক্ষা অধিকারীক উত্তর জেলা, বিভিন্ন স্কুল কলেজ এর ছাত্র-ছাত্রীরা।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সহ ভারতীয় জনতা পার্টি দলের কর্মীরা। এই বর্ণাঢ্য র্যালিটি ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে এসে সমাপ্ত হয় ধর্মনগর বড় দিঘীরপাড় নেতাজি প্রতিকৃতির সামনে। অনুষ্ঠানে দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বক্তব্য রাখেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।এদিকে, বুধবার কমলপুর মহকুমা প্রশাসক ও নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কমলপুর হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে শোভাযাত্রা বের হয়। ১৫ আগস্ট দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বুধবার কমলপুর মহকুমা প্রশাসক ও নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাদের নিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে শহরের 'হর ঘর তেরেঙ্গা' কর্মসূচিতে শোভাযাত্রা বের হয়।শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়িকা স্বপ্না দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, কমলপুর মহকুমা শাসক লাল রিং নেতা ডারলং সহ বিশিষ্ট জনেরা।এদিন শহরের টাউন হলের প্রাঙ্গণ থেকে হর ঘর তেরেঙ্গা শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নগর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সমাপ্ত করা হয়। তাছাড়া সালেমা সিঙ্গিনালা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে হর ঘর তেরেঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই অসুস্থ যুবককে বাড়ি পাঠিয়ে দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ পরিজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রতিবাদ করতেই অসুস্থ যুবককে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল চিকিৎসক। এমনই অভিযোগ তুললেন রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। ঘটনা জিবি হাসপাতালে।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, কান এবং মাথার সমস্যা নিয়ে গত ৯ দিন আগে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সুবল রত্ন দাস। কিন্তু তার সমস্যা সমাধান না হওয়ায় তাকে গতকাল মেডিসিন বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তার মা। অভিযোগ, মেডিকেল বিভাগে আসার পর থেকে কোন চিকিৎসক তাকে দেখেননি। বারবার চিকিৎসকের খোঁজ করেও কোনো সদুত্তর পাননি ওই যুবকের মা। শেষে আজ সকালে তিনি তার ছেলের অবস্থা আরো বেগতিক হওয়ায় চিকিৎসকের খোঁজ করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তালবাহানা শুরু করে বলে অভিযোগ। তখনই হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রোগীকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেন চিকিৎসক। এমনি জানিয়েছেন অসুস্থ যুবকের মা। ওনাকে দিয়ে কাগজের সই করিয়ে উনার ছেলেকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।মহিলার অভিযোগ, উনার ছেলে এখনও সুস্থ হয়নি। হাসপাতালের চিকিৎসকরা গোটা দিন অতিক্রান্ত হলেও ছেলেকে পরিষেবা প্রদান করেনি। এরই প্রতিবাদ করায় ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে ডাক্তাররা। ঘটনায় জিবি হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহিলা। পরে বাধ্য হয়ে তিনি নিজের ছেলেকে নিয়ে হাঁপানিয়া হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে খবর।

শিক্ষক খুনের ঘটনায় বিলোনিয়ায় ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট: উদয়পুরের শিক্ষক অভিজিৎ দের খুনীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবীতে সরব হলো ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড) বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটি। প্রতিবাদ সভার মধ্যে দিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বরা।বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ বিলোনিয়া সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিক্ষকের স্মৃতিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষক কর্মচারীরা। পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী মহল সহ পথ চলতি মানুষ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষকের প্রতি।শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের পর প্রতিবাদ সভায় বিক্ষোভ দেখান বামপন্থী সরকারী কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বরা।

উত্তর-পূর্বের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে: সিএ আর. সুন্দরম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট:ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলা এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে জৈব উদ্যোক্তাদের প্রচারের দিকে তার ক্রিয়াকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।দত্তোপন্থ ঠেঙ্গাদি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন রিসোর্স সেন্টার (ডিটিইজিআরসি), ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জি কিউব ফাউন্ডেশন (ইন্ডাস্ট্রি) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় প্রধান অতিথি সিএ আর সুন্দরাম জি, একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং এসজেএম-এর সর্বভারতীয় আহ্বায়কের উপস্থিতিতে।এই শিল্প সহযোগিতা বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্ভাবনী পণ্য বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যা উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাবলম্বনের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হবে। অনুষ্ঠানে, সিএ আর. সুন্দরম জি আশ্বস্ত করেছেন যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ উত্তর-পূর্ব ভারতকে উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও যোগ করেছেন যে সপ্তাহব্যাপী সফরে তিনি অষ্টলক্ষ্মী প্রদেশের অনেক জায়গা পরিদর্শন করেছেন।ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে ডিটিইজিআরসি স্থাপন করে রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তা তৈরির পদক্ষেপ শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পরম

কিশোর বর্মন, পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন বিধায়ক মিমি মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিত গুপ্ত, সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা, অসীম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ বিভাজনের ফলে লক্ষ ডলক্ষ মানুষ তাদের স্বজনদের হারিয়েছিলেন। তাদের নিজের বাসস্থান ছেড়ে দেশান্তরী হতে হয়েছিল। দেশের আগামী প্রজন্মকে আমীদের দেশের সেই ইতিহাসকে স্মরণে রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে ২০২১ সাল থেকে প্রতিবছর এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। যারা দেশ বিভাজনের ফলে বিভীষিকার শিকার হয়েছিলেন তাদের সম্মানার্থে এবং সেই ইতিহাস আগামী প্রজন্মের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দিবস পালন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ এবং সচেতন থাকতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়।

আত্মহত্যা অটো চালক বিশ্বজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: স্থানীয় সিন্ডিকেটের থেকে হুলিয়া জারি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বজিতের অটো চলাচল। রাগে অভিমানে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অটো চালক বিশ্বজিৎ দেবনাথ। প্রথমে স্থানীয় খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বিশ্বজিতকে। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু হয় বিশ্বজিৎ এর।

ঘটনার বিবরনে বিশ্বজিতের স্ত্রী জানিয়েছেন, তার বন্ধু নিখিল মোদকের সঙ্গে কিছু কারনে তার ঝামেলা হয়েছিল। রবিবার নিখিল মোদকের বাড়িতে গিয়েছিলেন অটো চালক বিশ্বজিৎ। তখন নিখিলের স্ত্রী বিশ্বজিতকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। পরে বাড়িতে আসার পড়ে নিখিল মোদক খোয়াই সিন্ডিকেটে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। তাতে সিন্ডিকেটের তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্বজিতের অটো চলাচল বন্ধ করে দেয়। তাতেই রাগে অভিমানে বিশ্বজিৎ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ তার স্ত্রীর।এদিকে বাড়িতে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তড়িঘড়ি তাকে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে। সেখানেই মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। তার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিশ্বজিতের পরিবার।

মৌন মিছিল সংগঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট:টিজিটিএ- এর উদ্যোগে বুধবার শিক্ষক অভিজিৎ দে - এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এক মৌন মিছিল সংঘটিত করা হয় রাজধানী আগরতলায়।এদিন মেলারমাঠস্থিত শিক্ষক ভবনের সামনে থেকে এই ধিক্কার মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিল থেকে জনৈক নেতৃত্ব বলেন, শিক্ষক অভিজিৎ দে কে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিনের এই মৌন মিছিল বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট:'আজাদী কে নাম রক্তদান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক লগ্নে, জেলা ভিত্তিক এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার সকাল এগারোটায় বিলোনীয়া এমপ্লয়েস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলা জেলাশাসকের কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোদন করেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক স্মিতা মল এমএস। সাথে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক রিংকু সিং লাথার সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক গন, প্রদীপ প্রজ্জলনের পর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত অতিথিগন সহ আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত বিএসএফ জওয়ান, জেলা ও মহকুমা স্তরের অফিসার এবং কর্মীরা।৭৮ জন যাতে রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট:স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার টিটিএএডিসি ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। খুমপুই মাঠ থেকে শুরু করে দশরামবাড়ী পর্যন্ত হয়ে খুমপুই মাঠে এসে সমাপ্তি হয়। আজ সকালে এই দৌড়ে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, উপ-মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক বুধুলিয়ানা রাখল, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান আধিকারিক উপেন্দ্র দেববর্মা, সাসা একাডেমীর প্রিন্সিপাল সুকুমার দেববর্মা, খুমপুই একাডেমীর প্রিন্সিপাল হেবল কলই, পশ্চিম জোন্যালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান বিশুরাই দেববর্মা প্রমুখ।আজকের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী উভয়ের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে নির্বাচিতদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।উল্লেখ্য আজকে ম্যারাথন দৌড়ে প্রায় দুইশ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

● প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরসহ ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের মতো অনেক মহান জননায়কও সক্রিয় ছিলেন। এটি একটি দেশব্যাপী আন্দোলন ছিল, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিল। আদিবাসীদের মধ্যে তিলকা মাঝি, বিরসা মুন্ডা, লক্ষ্মণ নায়েক এবং ফুলো-ঝানোর মতো আরও অনেকে ছিলেন, যাদের আত্মত্যাগ এখন প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী জাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে উদযাপন করতে শুরু করেছি। আগামী বছর তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে আরও গভীরভাবে সম্মান জানানোর একটি উপলক্ষ হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ ১৪ আগস্ট আমাদের দেশ দেশভাগের বিভীষিকাময় স্মৃতি স্মরণ করছে। এই দিনটি দেশভাগের ভয়াবহতাকে স্মরণ করার দিন। যখন আমাদের মহান দেশ বিভক্ত হয়েছিল, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের একদিন আগে, আমরা সেই অভূতপূর্ব মানব-ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করি এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সেই পরিবারগুলির সাথে সংহতি প্রকাশ করি।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। আমাদের সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের যাত্রাপথে গুরুতর নানা বাধা এসে দাঁড়িয়েছিল। ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আমরা বিশ্ব মঞ্চে ভারত যাতে তার ন্যায্য স্থান ফিরে পায়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখন এগিয়ে চলেছি।

তাঁর বক্তব্য, এ বছর আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৭ কোটি, যা একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড। বিশ্ববাসী ইতিহাসের বৃহত্তম নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। এই ধরনের বিশাল অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও ত্রুটিমুক্তভাবে পরিচালনার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। তীব্র গরমের মধ্যেও যাঁরা ভোটারদের সাহায্য করেছেন, সেই সমস্ত কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দ্বারা ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মতাদর্শের প্রতি দৃঢ় সমর্থন। ভারতের সফল নির্বাচন সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতায়িত করে।

তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ু অর্জন করে, ভারত দ্রুততম ক্রমবর্ধমান বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর মধ্যে একটি হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র দেশবাসীর হাতে আরও বেশি অর্থ আসেনি, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাঁরা এখনও দারিদ্র্যে ভুগছেন, তাঁদের সাহায্য করার পাশাপাশি তাঁদেরকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেমন কোভিড-নাইন্টিনের প্রাথমিক পর্যায়ে চালু হওয়া পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছেউ যা থেকে এটা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে যে, যারা সম্প্রতি দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাদেরকে যাতে দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যায়।

তাঁর মতে, এটা আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয় যে, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং আমরা শীঘ্রই বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে পরিণত হতে চলেছি। কৃষক ও শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নীতিনির্ধারক ও উদ্যোক্তাদের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং দেশের দূরদর্শী নেতৃত্বের শক্তিতেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের অন্নদাতা কৃষকরা প্রত্যাশার চেয়ে ভালো কৃষি উৎপাদন সুনিশ্চিত করেছেন। এইভাবে তাঁরা ভারতকে কৃষিতে স্বনির্ভর করে তুলতে এবং দেশবাসীর খাদ্য সরবরাহে অমূল্য অবদান রেখেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিন্তাশীল পরিকল্পনা এবং কার্যকর বাস্তবায়ন সড়ক ও মহাসড়ক, রেল ও বন্দরগুলির একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনে সহায়তা করেছে। ভবিষ্যতের প্রযুক্তির বিস্ময়কর সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে, সরকার সেমি-কন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অনেক ক্ষেত্রের প্রচারের পাশাপাশি স্টার্ট-আপগুলির জন্য একটি আদর্শ বাস্তুতন্ত্র তৈরির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে, যা তাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। এর ফলে ভারতের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ বেড়েছে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ক্ষেত্রের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি পরবর্তী পর্যায়ের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মঞ্চ তৈরি করেছে, যেখান থেকে ভারত উন্নত দেশগুলির তালিকায় যোগ দেবে।

তিনি বলেন, দ্রুতগতির ন্যায়বিচার-ভিত্তিক অগ্রগতির শক্তিতে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। জি-টুয়েন্টির সভাপতিত্ব সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হিসাবে ভারত তার ভূমিকাকে সুসংহত করেছে। ভারত তার প্রভাবশালী অবস্থানকে বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্প্রসারণে ব্যবহার করতে চায়। রাষ্ট্রপতির কথায়, সংবিধানের স্থপতি ডঃ বি আর আম্বেদকরের কথা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, এবং আমি তাকে উদ্ধৃত করছি, 'আমাদের অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে একটি সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি না থাকলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে নাউ"

তাঁর মতে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি থেকে সামাজিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়। আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির মনোভাব দৃশ্যমান। আমাদের বৈচিত্র্য এবং বহুত্বের সঙ্গে, আমরা একটি জাতি হিসাবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছি। অন্তর্ভুক্তির মাধ্যম হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারতের মতো বিশাল দেশে, তথাকথিত সামাজিক বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বিভেদকে উৎসাহিত করে, এমন প্রবণতাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

তাঁর দাবি, সামাজিক ন্যায়বিচার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সরকার তফশিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক অংশের কল্যাণে বেশ কয়েকটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক জনকল্যাণ, অর্থাৎ পিএম-সুরজ-এর লক্ষ্য প্রান্তিক অংশের জনগণকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা-অভিযান অর্থাৎ পিএম-জনমন একটি গণ অভিযানের রূপ নিয়েছে। এর আওতায় বিশেষত পিছিয়ে পড়া জনপজাতি গোষ্ঠীগুলির অর্থাৎ পিভিটিজি'র আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর মেকানাইজড স্যানিটেশন ইকো-সিস্টেম অর্থাৎ নমস্তে প্রকল্পের আওতায় কোনও স্যানিটেশন কর্মীকে কোনো সরঞ্জাম ছাড়া খালি হাতে যাতে নর্দমা এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে না হয়, তা সুনিশ্চিত করা হবে। "ন্যায়বিচার" শব্দের ব্যাপক অর্থের মধ্যে অনেক ধরনের সামাজিক দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছেউ এর মধ্যে দুটির ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। এই মাত্রাগুলি হল, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ন্যায়পূর্ণ সমানতা এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার।

তাঁর মতে, আমাদের সমাজে নারীদের কেবল সমতার মর্যাদাই দেওয়া হয় না, সমতার উর্ধেও রাখা হয়। যদিও তাদেরকে পরম্পরাগত বিভিন্ন সংস্কারেরও শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু, আমি এটা জেনে আনন্দিত যে, সরকার নারী-কল্যাণ ও নারীর ক্ষমতায়নে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। গত এক দশকে এই উদ্দেশ্যে বাজেটের বরাদ্দ তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমশক্তিতে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে, জন্মের সময় কন্যা সন্তানের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য উন্নতিটিকে সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক উন্নয়ন বলা যেতে পারে। মহিলাদেরকে মূল উদ্দেশ্য করে সরকার অনেক বিশেষ প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেছে। 'নারী শক্তি বন্দনা আইনে'র লক্ষ্য হচ্ছে, মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা আরও বেশি প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। তবুও আমরা সেই দিকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছি। বিশ্ব উষ্ণায়নের সবচেয়ে গুরুতর কুপ্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য মানব সম্প্রদায়ের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে ভারত গর্বিত। আমি আপনাদের সকলকে নিজেদের জীবনযাত্রায় ছোট কিন্তু কার্যকর পরিবর্তন আনতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে অনুরোধ করছি।

সাথে তিনি যোগ করেন, ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে, চলতি বছরের জুলাই থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ঔপনিবেশিক যুগের আরেকটি চিহ্ন সরিয়ে ফেলেছি। নতুন আইনের উদ্দেশ্য হল, কেবল শাস্তির পরিবর্তে অপরাধের শিকারদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আমি এই পরিবর্তনকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে দেখছি।

তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর যে এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময় রয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'অমৃতকাল', এই সময়টাকে আজকের যুবসমাজই রূপ দিতে চলেছে। তাঁদের শক্তি ও উৎসাহের জোরেই আমাদের দেশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। যুবসমাজের মনের বিকাশ এবং ঐতিহ্য ও সমসাময়িক জ্ঞানের সর্বোত্তম মাত্রা আত্মস্থ করে এমন একটি নতুন মানসিকতা তৈরি করা আমাদের অগ্রাধিকার। এই প্রেক্ষিতে ২০২০ সাল থেকে বাস্তবায়িত জাতীয় শিক্ষানীতির ফল পাওয়া যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তরুণ প্রতিভাদের কাজে লাগানোর জন্য সরকার দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সুযোগের সুবিধার্থে উদ্যোগ নিয়েছে। কর্মসংস্থান ও দক্ষতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি প্রকল্প আগামী পাঁচ বছরে ৪ কোটি ১০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে উপকৃত করবে। সরকারের এক নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি যুবক-যুবতী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিতে ইন্টার্নশিপ করবেন। এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি বিকশিত ভারত গঠনে মৌলিক অবদান রাখবে।

তাঁর কথায়, ভারতে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানবতাপূর্ণ অগ্রগতির মাধ্যম হিসাবে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনগুলি অন্যান্য দেশে টেমপ্লেট বা মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি আগামী বছর "গগনযান মিশন'-এর সূচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এই মিশনের আওতায় ভারতীয় মহাকাশ দলকে ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ যাত্রায় মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হবে।

তাঁর দাবি, ক্রীড়াক্ষেত্রও এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আমাদের দেশ গত দশকে অনেক উন্নতি করেছে। সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে যথাযথ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ফলাফল দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি সমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় দল দুর্দান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমি খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করি। এই খেলোয়াড়রা তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছেন। ক্রিকেটে, ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে, যা বিপুল সংখ্যক ক্রিকেট-প্রেমীদের জন্য আনন্দ নিয়ে এসেছে। দাবায় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তরুণ খেলোয়াড়রা দেশকে গর্বিত করেছেন। এটিকে দাবায় ভারতীয় যুগের সূচনা বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যাডমিন্টন, টেনিস এবং অন্যান্য খেলায় আমাদের তরুণ খেলোয়াড়রা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের পরিচয় তৈরি করছেন। তাঁর সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে গোটা দেশ। এই আনন্দময় উপলক্ষ্যে আমি আরও একবার আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের স্বাধীনতার রক্ষা করা সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী জওয়ানদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। সারা দেশে নজরদারি বজায় রাখা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের আমি অভিনন্দন জানাই। আমি বিচার বিভাগ এবং সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের পাশাপাশি বিদেশে নিযুক্ত আমাদের দূতাবাসের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের প্রবাসীদেরও আমার শুভেচ্ছা! আপনারা সবাই আমাদের পরিবারের অংশ, আপনারা আপনাদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে গর্বিত করেছেন। আপনারা সবাই গর্বের সঙ্গে বিদেশের ভূমিতে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৯৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান হলো উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে।আজ দুপুর সাড়ে বারোটায় চারা বৃক্ষে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উদ্বোধক তথা মাতাবাড়ি বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা, অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের (বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষা) অধিকর্তা এন সি শর্মা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতি জেলা সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তারা কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন বৃত্তান্ত তোলে ধরেন। উদয়পুরের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত কানায় কানায় পরিপূর্ণ শিক্ষার্থীরা গভীর আগ্রহ সহ কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন বৃত্তান্ত উপভোগ করে। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সংলাপ, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। তবে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা বর্ণালী ভৌমিক ঘোষের আলোচনা সকলের মন কেরে নেয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সমাপ্তি ভাষণ রাখেন গোমতি জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকার বিকাশ নাথ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনুমোদিত মজদুর মনিটরিং সেল আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে পুষ্প অর্পণ করেছেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সময় ক্ষমতার পরিবর্তন হবেই। কিন্তু ক্ষমতার পরিবর্তনের পর সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মৌলবাদী গোষ্ঠীরা বাংলাদেশের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য এই পরিকল্পনা করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায়ও ২৫ বছর বামদের শাসন ছিল। ২০১৮ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো ঘটনা তো ত্রিপুরায় ঘটে নি। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জ্ঞান নেই তারাই এভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালাতে পারে। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব হার মেনেছে বলেন তিনি।

নাইন বুলেটসকে নকআউট করে বীরেন্দ্র ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হলো নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফিল ফুটবল প্রতিযোগিতা টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী ম্যাচেই চমক দুই এক গোলে দারুন জয় ছিনিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে হেরে বিদায় নাইন বুলেট স্থানীয় মাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় আয়োজিত উদ্বোধনী ম্যাচে প্রথমার্ধের খেলা এক এক গোলে ড্র ছিল দ্বিতীয় আর্ধের ২৫ মিনিটে রামরাজের বুদ্ধিদীপ্ত গোলে বীরেন্দ্র ক্লাব দুই এক গোলে লিড নেয় শেষ পর্যন্ত গোলটি ধরে রাখার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে আক্রমণাত্মক খেললেও মাঠে চতুর্থ গোলের আর সন্ধান মেলেনি দুয়েক গোলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। খেলায় অশত ধরনের দায়ে রেফারি বিজিত নয়ন বলেছে রহিম কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন আগামী কাল বিরতির পর ১৬ আগস্ট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যামাগার খেলবে টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে ১৯ আগস্ট প্রথম সেমিফাইনালে আজ বিজয়ী বীরেন্দ্র ক্লাব ও ১৬ আগস্ট ম্যাচের বিজয়ী দল কোয়ার্টার ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এদিকে খেলা শুরুর প্রাক্কালে প্রাক্তন ফুটবলার বাবুল দেব পিক আপ করে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন অনুষ্ঠানে যুব বিশ্বকাপ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সকল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবল টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে জোর প্রস্তুতি জুয়েলস এসোসিয়েশনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত রাখালশিল্ড নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। সময় সুযোগ বের করে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতিও চালিয়ে নিচ্ছে। বুধবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতে দেখা যায় জুয়েলসএসোসিয়েশনের ফুটবলারদের। ১৭ আগষ্ট, সন্ধ্যা ছয়টায় রাখাল শীল্ড টুর্নামেন্টের নক আউট ম্যাচে ত্রিবেনী সংঘের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে জুয়েলসএসোসিয়েশন। এক সাক্ষাৎকারে দলের কোচ পুরী প্রসাদ দেববর্মা জানান লিগের প্রস্তুতি হিসেবে নক আউট কে বেছে নিয়েছে জুয়েলসএসোসিয়েশন। যেহেতু ১৭ আগষ্ট নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে জুয়েলসঅ্যাসোসিয়েশন, ফলে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ নেই ক্লাবের কাছে। তবে নক আউট ও লিগে শিরোপা জয় লাভ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন পুরী প্রসাদ দেববর্মা। খেলোয়াড়রাও সাফল্যের বিষয়ে অনেকটা আশাবাদী এবং তার লক্ষ্যে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।

কাঞ্চনবাড়িতে নক আউট ফুটবল শুরু আগামী ২৫ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ীতে সাড়া জাগিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে ধনসিংহ চৌধুরী নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বছরের মহারন। কাঞ্চনবাড়ী প্লে-সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ২৫ আগষ্ট থেকে কাঞ্চনবাড়ী স্কুল মাঠে বসছে এই ফুটবলের আসর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খেলার সূচনা করার কথা রয়েছে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের। খেলায় প্রতিবেশি বাংলাদেশের টিমকে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে উদ্যোক্তারা। ম্যাচে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্সদের জন্য রয়েছে ৫০ হাজার টাকা এবং ২৫ হাজার টাকার চেক ও ট্রফি। এনিয়ে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আয়োজকরা। খেলা কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিষ দেব জানিয়েছেন, এলাকার একাংশ যুবসবাজ বর্তমানে নেশা এবং মোবাইলের কড়াল গ্রাসে আচ্ছন্ন। ক্রীড়া জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা। তাই যুবদের মাঠমুখী করতেই এই উদ্যোগ। আগামী ২১ আগষ্টের মধ্যে বিভিন্ন দলকে এন্টি ফি দিয়ে নাম নথিভূক্ত করার বার্তা দিয়েছেন আয়োজকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক দীপক সরকার,কোষাধক্ষ মণিময় দেব সহ অন্যান্যরা। আগামী একমাস পর্যন্ত চলবে এই খেলা। খেলাকে ঘিরে আয়োজকদের মধ্যে চলছে জোর প্রস্তুতি।

মিস্টার ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং ও ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ ডিসেম্বরে : প্রস্তুতি শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য আসর আয়োজনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। অ্যাথলেটদেরও বলা হচ্ছে সেরা পারফরমেন্স প্রদর্শন করতে প্রয়োজনীয় অনুশীলন চালিয়ে যেতে। আগামী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই এবারকার মিস্টার ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এবং ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন (টিবিএফএ)। এই বছর বডিবিল্ডিং সিনিয়র, বডিবিল্ডিং জুনিয়র, ম্যান ফিজিক এবং উইম্যান মডেল ফিজিক ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চ তৈরি হবে জাতীয় মানের। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে আকর্ষণীয় প্রাইজমানি, ট্রফি এবং পদকের পাশাপাশি প্রশংসাপত্র দিয়ে। জাজ থাকবেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের। প্রধান অতিথি হিসেবে ইন্ডিয়ান বডিবিল্ডিং-এর আইকন পদ্মশ্রী প্রেমচাঁদ ডোগরাকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। রাজ্য স্তরীয় এই প্রতিযোগিতা থেকে ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশন আয়োজিত মিস্টার ইন্ডিয়া ২০২৫, সিনিয়র, জুনিয়র এবং ফেডারেশন কাপ ২০২৫ সহ জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দল গঠন করা হবে।

১৫ আগস্ট বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি গার্ড মুলারের মৃত্যুদিন

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): গেরহার্ড ' গার্ড ' মুলার একজন জার্মান পেশাদার ফুটবলার। ১৫ আগস্ট বিশ্ব ফুটবলের এই কিংবদন্তি ফুটবলারের মৃত্যুদিন। তিনি একজন দুর্দান্ত স্ট্রাইকার। বিশেষ করে ছয়-গজ বক্সের মধ্যে থেকে তাকে আটকানো কঠিন ছিল।তাকে খেলাধুলার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে তিনি ফিফা বিশ্বকাপ, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগ এবং ব্যালন ডি''অর জয়ী নয় জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন। মুলার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৬২টি ম্যাচে ৬৮টি গোল করেছেন, ৭৪টি ইউরোপীয় ক্লাব খেলায় ৬৫টি গোল করেছেন, ৪২৭ বুন্দেসলিগা ম্যাচে ৩৬৫ গোল করেছেন। আজও তিনি সেই লিগের রেকর্ড হোল্ডার হয়েই আছেন। ১৯৭০ সালে ইউরোপিয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত হন মুলার। ১৯৭০—এর বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন তিনি। আর ওই বছরেই পেয়েছিলেন ব্যালন ডি''অর।

১৯৭২ সালে, তিনি উয়েফা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন এবং ফাইনালে দুটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন।

১৯৭৪ ফিফা বিশ্বকাপে ৪টি গোল করেন, যার মধ্যে ফাইনালে জয়ী গোলটিও ছিল। আজও বিশ্বকাপে সর্বকালের গোল করার রেকর্ডটি (১৪ গোল) ধরে রেখেছেন। ১৯৯৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস দ্বারা অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান প্লেয়ার অফ দ্য সেঞ্চুরি নির্বাচনে মুলার নবম স্থানে ছিলেন এবং এই সংস্থা দ্বারা শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচনে তিনি ১৩ তম ভোট পেয়েছিলেন। ২০০৪ সালে, পেলে বিশ্বের সেরা জীবিত খেলোয়াড়দের ফিফা ১০০ তালিকায় মুলারের নাম রেখেছেন। ১৫ আগস্ট ২০২১-এ আলঝাইমার রোগে ভুগে ৭৫ বছর বয়সে উলফ্র্যাটশাউসেনের একটি নার্সিং হোমে মারা যান তিনি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস কে সামনে রেখে বিগত দিনের মতো এবারো পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় পুরুষ ও মহিলাদের ক্রস কান্টি দৌড় প্রতিযোগিতা। আগরতলা উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে পুরুষ বিভাগে ৫ কিলোমিটার ও মহিলা বিভাগে ৩ কিলোমিটার ক্রস ক্রান্টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার সকালে। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ১০০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহন করে। সকালে হলুদ পতাকা নেড়ে দৌড় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ সহ আরো অনেকে। ক্রস কান্টি দৌড় প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারিকে ১১০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারিকে ১০০০ টাকা, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ৭০০ টাকা ও চতুর্থ স্থান থেকে দশম স্থানধিকারীকে ৩০০ টাকা পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ রাশি তুলে দিলেন উপস্থিত অতিথিরা।

বৃহস্পতিবার এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা দিবস

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মোহনবাগান দল এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে একটি। ১৯৮৯ সালের ১৫ আগস্ট ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে উত্তর কলকাতার তিনটি বিশিষ্ট বাঙালি পরিবার- মিত্র পরিবার, বসু পরিবার এবং সেন পরিবার -এর তৎপরতায় মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোহনবাগানই প্রথম ভারতীয় দল যারা একটি ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছিল ১৯১১ সালে। সেবার আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগান ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। ১৯৮৯ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯১১ সালের এই জয়ের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

এশিয়ার প্রাচীনতম এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত খেলাধূলার জগতে অসংখ্য সাফল্য পেয়ে এসেছে। তাই মোহনবাগানকে ভারতের সফলতম দলগুলির অন্যতম দল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ক্লাব একাধিকবার ফেডারেশন কাপ, রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ, আইএফএ শিল্ড, জাতীয় ফুটবল লিগ, আই-লিগ ও কলকাতা ফুটবল লিগ জয় করেছে।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গেই কলকাতা ডার্বিতে অংশগ্রহণ করে তারা। এই মোহনবাগান ক্লাব বর্তমনে ভারতের জাতীয় ক্লাব।

সংশোধনী

সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের Dr. B. R. Ambedkar Memorial Award এবং Dr. B. R. Ambedkar Merit Award এর জন্য bms.tripura.gov.in এর মাধ্যমে আবেদনের সময়সীমা পূর্বে উল্লেখিত ৩০/০৯/২০২৪ ইং তারিখের পরিবর্তে ৩০/০৮/২০২৪ ইং তারিখ ধার্য করা হয়েছে। যোগাযোগ ০৩৮১-২৩২- ৯০৩৪, ৮৭২৯৮৯৯৩৩২

ICA/D-625

(Muhammad Sajad P, IAS)
Director
OBC Welfare Department

বিজ্ঞাপন

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY) 4.0 -এর আওতায় গোমতী জেলার School/ college dropout, out-of-education, এবং বেকার যুবক যুবতীদের জন্য **Geriatric Care**-এ স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিং এর আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণটি **Directorate of Skill Development (DSD)** এবং **National Skill Development Corporation (NSDC)** এর যৌথ উদ্যেগে (PMKVY) 4.0 এর অন্তর্গত) ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে (TMC) আয়োজিত হবে। উক্ত ট্রেনিং এর সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিম্নে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স
12th class pass or 10th class pass + ITI (2 years after class 10th)	১৫ থেকে ৪৫ (যুবক যুবতী)

যোগাযোগ করুন: Directorate of Skill Development, ITI Road, Indranagar, Agartala, West Tripura
Contact No.8730837720 (District Coordinator)
0381-235018/0381-2352222

Sd/-
Director, Skill Development
Govt.of Tripura

ICA-D-628-24

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগেই চ্যাম্পিয়ন দলের নাম জানাল সুপার কম্পিউটার 'অপ্টা'

ম্যানচেস্টার, ১৪ আগস্ট (হি.স.): ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরু আগামী শুক্রবার। তার আগেই ফুটবলের পরিসংখ্যান ও তথ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'অপ্টা' গতবারের মতো এবারও ম্যানচেস্টার সিটির জন্য সুসংবাদ বয়ে আনল। 'অপ্টা'—র সুপার কম্পিউটার জানিয়ে দিল , ২০২৪—২৫ মরসুমেও ম্যানচেস্টার সিটির প্রিমিয়ার লিগের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। সুপার কম্পিউটারের হিসাবে টানা পঞ্চমবারের মতো পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির লিগ জয়ের সম্ভাবনা ৮২.২০ු। উল্লেখ্য ,গার্দিওলার অধীনে সবশেষ চার মরসুমেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি।

অবসরের পর কোচিংয়ে ভারতীয় দলের গোলরক্ষক শ্রীজেশ, অনুসরণ করবেন রাহুল দ্রাবিড়কে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে পদক জিতে অবসর নিয়েছিলেন ভারতীয় দলের গোলরক্ষক শ্রীজেশ। কিন্তু অবসর নিলেও তিনি হকি থেকে দূরে থাকছেন না। এবার তিনি ভারতের যুব হকি দলকে কোচিং করাবেন। জাতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন এই গোলরক্ষক বলেছেন , 'আমি কোচ হতে চাই। এটাই আমার পরিকল্পনা ছিল। আমি জুনিয়রদের নিয়ে কাজ করতে চাই। এব্যাপারে রাহুল দ্রাবিড়কে আমি অনুসরণ করব। একঝাঁক তরুণ প্রতিভাকে তৈরি করে তাঁদের সিনিয়র দলে নিয়ে যাওয়াই আমার লক্ষ্য।''শ্রীজেশ বলছেন, "২০২৫ সালে জুনিয়র মাসে বিশ্বকাপ রয়েছে। তাছাড়া দু''বছরের মধ্যে রয়েছে আরও একটা বিশ্বকাপ। মনে করছি ২০২৮ সালের মধ্যে ২০ থেকে ৪০জন খেলোয়াড় তৈরি করতে পারব। আর ২০২৯ সালের মধ্যে এদের থেকে ১৫-২০ জন খেলোয়াড় সিনিয়র টিমে পাঠাতে পারব।"

ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দিন পরিবর্তন, নতুন সূচি প্রকাশ বিসিসিআইয়ের

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): আগামী বছরের জানুয়ারিতে ভারতে আসছে বেন স্টোকের ইংল্যান্ড। খেলবে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ। আগামী বছর ২৫ জানুয়ারি ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু পরের দিন প্রজাতন্ত্র দিবস থাকার জন্য কলকাতা পুলিশ ওই ম্যাচের নিরাপত্তা দিতে পারবে না জানিয়ে দেওয়ায় সূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল চেন্নাইয়ে ২২ জানুয়ারি হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ২৫ জানুয়ারি কলকাতার ইডেনে হবে দ্বিতীয় টি-২০। নতুন সূচি অনুযায়ী, ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম ম্যাচ ২২ জানুয়ারি হবে ইডেনে। ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ে।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সংশোধিত সূচি:*প্রথম টি-টোয়েন্টি (২২ জানুয়ারি), কলকাতা*দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি (২৫ জানুয়ারি), চেন্নাই*তৃতীয় টি-টোয়েন্টি (২৮ জানুয়ারি), রাজকোট*চতুর্থ টি-টোয়েন্টি (৩১ জানুয়ারি), পুণে*পঞ্চম টি-টোয়েন্টি (২ ফেব্রুয়ারি), মুম্বই

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/30/2024-25 dated 13/08/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single/ two bid system from the manufacturer(s)/authorized dealer(s)/ authorized distributor(s)/ authorized system integrator(s) of approved make with valid Tender Specific Authorization Certificate from Original Equipment Manufacturer (OEM) as per tender documents for the following work :-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/59/2024-25	₹ 13,20,508.00	₹ 26,410.00	07 (seven) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 20/08/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 20/08/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1123/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Mobile No.8837256802

PNIET NO-15/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T- 67/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 970032.00	22-08-2024
2	DNIe-T- 69/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 5909987.00	
3	DNIe-T- 70/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 963550.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

ICA/C/1125/24

For and on behalf of Governor of Tripura
Memo No.F.8(2)/EE/PWD(DWS)/AMB/3425-79
(Er. H. Chakma) Executive Engineer
DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura
dt. 01-08-2024

PNIT NO: e-PT-V/EE/RD/GNT-DIV/GNT/2024-25 DATED- 07/08/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Gonda Twisa Division, Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 20/08/2024 for 1) Annual maintenance small work on emergency basis for the at various locations of R.D Gonda Twisa Sub- financial year 2024-25 Division under RD Gonda Twisa Division. II) Internal Electrification for newly constructed Boys Hostel including boundary lighting & alternate power at Ganganagar, Dhalai District. III) Construction of Health sub- centre at Malda Para at Chakma ADC Village under Ganganagar RD Sub Division. IV) Annual maintenance small work on emergency basis for the at various locations of R.D Ganganagara Sub- financial year 2024-25 Division under RD Gonda Twisa Division. V) Annual maintenance small at various work on emergency basis for the financial year 2024-25 locations of R.D Raishyabari Sub-Division under RD Gonda Twisa Division For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436183234 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1127/20

Signed by Amiya Tripura Date: 07-08-2024 18:44:41
Reason: Approved
(Er. A. Tripura)
Executive Engineer R.D. Gonda Twisa Division

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ই মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

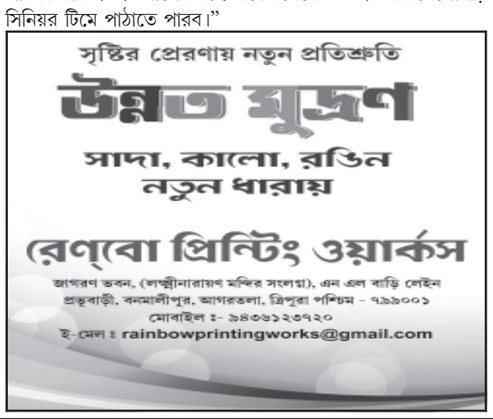

ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে টিআইএফটি ও আইআইএম"র মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আজ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতার মধ্যে এক মউ দাক্ষরিত হয়েছে। আজ দুপুরে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে রাজ্যের শিল্পের উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। টিআইএফটি-র সিইও তথা রাজ্য সরকারের গুড গভর্ন্যান্স দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং আইআইএম, কলকাতার ডিন প্রফেসর রাজেশবাবু আর এই মউ দাক্ষর করেছেন। মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা ও মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের নির্দেশ অনুসারে স্টেট সাপোর্ট মিশনের অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইআইএম, কলকাতার প্রতিনিধিগণ আগামী দিনে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ব্যাপারে মুখ্য সচিবের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। টিআইএফটি এবং আইআইএম কলকাতার যৌথ উদ্যোগে যে সব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে তার মধ্যে থাকছে নলেজ এক্সচেঞ্জ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কাজ যাতে ত্রিপুরাতে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। ত্রিপুরার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের দক্ষাতা, জ্ঞান ও সম্পদকে কাজে লাগানো হবে। যাতে করে স্থানীয় মানবসম্পদ উপকৃত" হয়। দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণামূলক প্রকল্প, নীতি নির্ধারণ ত্রিপুরায়, সমুজিব এই লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ বিকশিত ভারত-২০৪৭-এর পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

৪ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রয়োদশ বিধানসভার পঞ্চম অধিবেশন

আগরতলা,১৪ আগস্ট: ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নারু আগামী ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১টায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সস্থিত বিধানসভা ভবনে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার পঞ্চম অধিবেশন আহ্বান করেছেন। বিধানসভার সচিব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

শিক্ষিকার মারে আহত ছাত্র থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট: এক শিক্ষিকা বেত্রাঘাতে আহত পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্র। উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া শহরের স্বনামধন্য বনেদী বিদ্যালয় তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগে।
আক্রান্ত ছাত্র সহ তার পরিবারের অভিযোগ মূলে খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণেন্দু আচার্যের উপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সচী রানী নাথ বেত্রাঘাত এবং মারধোর করে বলে অভিযোগ।
এর কারণ স্বরূপ আক্রান্ত ছাত্র কৃষ্ণেন্দু জানায়, দিদিমণি যখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের মূল ফটকের ভেতর প্রবেশ করার জন্য বলে তখন কৃষ্ণেন্দুর আসতে খানিক বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষিকা ওই ছাত্রের উপর বেত্রাঘাত ও মারধোর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণেন্দু কাউকে না জানালেও বাড়িতে এসে তার মাকে সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে খুলে বলে। এরপর কৃষ্ণেন্দু"র মা ঝর্না দেবী কি কারনে উনার ছেলে কৃষ্ণেন্দু"কে মারধোর করা হয়েছে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষিকা সচী রাণী নাথ অনেকটাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন। বিদ্যালয় চত্বরে কান পাতলেই এই শিক্ষিকার নামে বিস্তর অভিযোগের পাহাড়। এই দিদিমণি যেদিন থেকে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন এরপর থেকেই উনার মর্জি-মাফিক বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করেন বলে অভিযোগ।প্রায়শই ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বেত্রাঘাত সহ মারধোর করা যেন দিদিমনির একটা শখ। যাইহোক পরবর্তীতে কৃষ্ণেন্দু'র পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্রাথমিকভাবে বাড়িতেই চিকিৎসা করার পর তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হতে থাকে। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

রাজনীতিতে এসে মুনাফা অর্জন করাই বিরোধী দলের কাজ, তারা স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হবে না: বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: রাজনীতিতে এসে মুনাফা অর্জন করাই বিরোধী দলের কাজ। তারা স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হবে না। কারণ, বিরোধী দলগুলি আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বোঝে। আজ বেলতলিস্থিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি আশ্রমে স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলিকে বিঁধলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সমগ্র দেশের সাথে রাজ্যেও উদযাপিত হচ্ছে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুরু হয়েছে।
তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে শিখিয়েছেন। তার ফলে বিভিন্ন সময় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।
তাঁর কটাক্ষ, কখনো স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বিরোধী দলগুলি অংশগ্রহণ করবে না। কারণ, তারা রাজনীতিতে এসেছে মুনাফা অর্জন করার জন্য। তারা যদি স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হয় তাহলে দুর্নীতি করতে পারবে না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বোঝে, দাবি করেন তিনি।

নিয়োগের দাবিতে সরব সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক লগ্নে রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। বেকারদের সমস্ত সমস্যা নিয়ে বিধায়কের কাছে জানাতে আহবান করেন তিনি। বেকারদের সমস্যাগুলি বিধানসভা অধিবেশনে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বেকারদের করুন অবস্থা। রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়া একপ্রকার বন্ধ হয়ে আছে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় শূন্যপদ পূরনের জন্য নোটিফিকেশন জারি করা হলেও সেগুলি সম্পূর্ন করা হয়নি। ফলে রাজ্যের শিক্ষক যুবক যুবতীরা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। বিভিন্ন দপ্তরে কর্মীরা অবসর হলেও নতুন করে নিয়োগ করা হচ্ছে না। এই বিষয়গুলি নিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে এবং আগামী বিধানসভা অধিবেশনে এই সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

চিকিৎসক খুন, প্রতিবাদে ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: আর জি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত অবস্থায় এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে বুধবার অল ত্রিপুরা গভমেন্ট ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের চিকিৎসকরা আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের সামনে এক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। এদিন মোমবাতি নিয়ে নৃশংস এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।বিশিষ্ট চিকিৎসক কনক চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আর জি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনা নেক্কারজনক। সভ্য সমাজে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

১৪ কেজি শুকনো গাঁজা সহ ৮ জন নেশাকারবারি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। আজ অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি শুকনো গাঁজা সহ ৮ জন নেশাকারবারিকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। সদর এস ডিপিও দেব প্রসাদ রায় বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে চন্দ্রপুর আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ড সন্দেসহভাজন ৫ জন ঘুরাঘুরি করছেন। সে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে ১৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ক্রস ক্রান্টি দৌড় প্রতিযোগিতা

আগরতলা,১৪ আগস্ট: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে উদ্যোগে আজ উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে উন্মুক্ত ক্রস ক্রান্টি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সতব্রত নাথ সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।
এদিন মহিলা বিভাগে তিন কিলোমিটার এবং পুরুষ বিভাগে ৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, আজকের প্রতিযোগিতায় মোট ১০০ জন মহিলা ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।এদিন যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সতব্রত নাথ বলেন, প্রতিবছরের মতো এবছর ও উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে উন্মুক্ত ক্রস ক্রান্টি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বিদ্যুত সংযোগ দিতে গিয়ে খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৪ আগস্ট: বিদ্যুত নিগমের অনুমতি ছাড়া চুরি করে বিদ্যুত সংযোগ দিতে গিয়ে খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু হল শঙ্কর কন্দ নামে এক ব্যক্তির।বুধবার বেলা ১টা নাগাদ কমলপুর থানার মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাম দুর্লভপুর চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় চুরি করে বিদ্যুত সংযোগ দিতে গিয়ে খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু হল শঙ্কর কন্দ নামে এক ব্যক্তির। শঙ্কর কন্দ বিদ্যুত ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতো। জানা যায়, গতকাল রাত থেকে রাম দুর্লভপুর চা ফেক্টরি সংলগ্ন বিষ্ণুপুর গ্রামে বিদ্যুত ছিল না।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওই বিদ্যুত গ্যাংয়ের বিষ্ণুপুর বিদ্যুৎ লাইনের জাম্পারিং কেটে যায়। বিষ্ণুপুর গ্রামের মানুষ কমলপুর বিদ্যুত নিগমে ফোন না দিয়ে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের খাস টিলার বাসিন্দা শঙ্কর কন্দকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে টাকার লোভ দেখিয়ে বিদ্যুত খুঁটিতে তুলে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়ার জন্য। শঙ্কর কন্দ ওই সময় মদমত্ত অবস্থায় ছিল।শঙ্কর কন্দ বিদ্যুত খুঁটি বেয়ে উপরে উঠে এসটি লাইনে জাম্পারিংয়ে হাত দিতেই উপর থেকে ছিটকে নীচে পড়ে। এলাকার লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে শঙ্কর কন্দকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শঙ্কর কন্দকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে শঙ্কর কন্দের মেয়ে নিলিমা কন্দ। সে বলে, বাবা রেগার কাজ থেকে বাড়িতে এসে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় চার/পাঁচ জন লোক এসে বিদ্যুত লাইন ঠিক করতে বলে। বাবা রাজি হয়ে তাদের সাথে যায়। এরপর জানতে পারে তার বাবা বিদ্যুত খুঁটি থেকে পড়ে যায় এবং হাসপাতালে আছে। তাড়াতাড়ি এসে সে দেখে তার বাবা মারা গেছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার তামান্না দেববর্মা বলেন, মায়াছড়ি থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা শঙ্কর কন্দ (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনেন। বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়। তার মাথার বেশ কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

অনুপ্রবেশের দায়ে ১৬ জন বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা রাজ্যে প্রবেশ করে নিচ্ছে। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে ১৬জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে জিআরপি। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে ত্রিপুরার সীমান্তগুলিতে বিএসএফ'র কড়া নজরদারি চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পথে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে নিচ্ছে। এর মধ্যে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে পুলিশ।
জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশনে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা ঘোরাঘুরি করছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মহিলা সহ ১৬ জন ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশী জেরাই তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তারা বহিরাজ্যে যাওয়ার জন্য রেলস্টেশনে এসেছিলেন।তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশ টাউট রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর কলোনীতে অত্যাধুনিক পার্ক গড়ে তোলা হবে: পর্যটন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর কলোনীতে স্বদেশ দর্শন স্কিমে অত্যাধুনিক পার্ক গড়ে তোলা হবে। এর জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আজ প্রস্তাবিত বিনোদন পার্কের জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শনে গেলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।এদিন শ্রী চৌধুরী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ত্রিপুরার পর্যটনকে বিশ্বে সান করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারের তরফ পূর্বে স্বদেশ দর্শন স্কিমে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। তা দিয়েই রাজ্যে পর্যটন স্থানের উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। এবারও স্বদেশ দর্শন স্কিমে অর্থ প্রদান করা হবে। সেই অর্থ দিয়ে জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর কলোনীতে সরকারী এবং বেসরকারি জায়গায় পার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এখানে বিশ্বমানের পার্ক গড়ে তোলা হবে। তাতে জিরানীয়াবাসীর উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্ভব হবে। তার জন্য ওই এলাকার সানীয় মানুষদের সাথে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা স্বইচ্ছায় রাজ্য সরকারকে জমি দান করবেন। বিনিময়ে তাঁদের পরিবার একজন সদস্যকে পার্কে চাকুরীর সুযোগ করে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

৬৭.৫ লক্ষাধিক টাকার ওষুধ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে।পাশাপাশি, ৬৭.৫ লক্ষাধিক টাকার ঔষুধ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।
বিবৃতি আরও জানান, গতকাল বিএসএফ এবং সাব্রুম থানার যৌথ অভিযানে সন্দেহভাজন ২ জন ব্যক্তিক আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশী বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় দালালের সাহায্যে তারা ত্রিপুরাশ প্রবেশ করেছেন।
এদিকে, আরেকটি অভিযানে গতকাল গভীর রাতে সাব্রুম থানাধীন ছোটাখিল এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশী বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় দালালের সাহায্যে তারা ত্রিপুরাশ প্রবেশ করেছেন।এদিকে, বিএসএফ বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তি থেকে ৩৮৭ টি ব্রাউন সুগারের প্যাকেট জব্দ করে। পাশাপাশি একই ধরনের যৌথ অভিযানে পংবাড়ি ট্রাইজংশনে কাস্টমসের একটি দল একটি গাড়িকে আটক করে এবং ৬৭.৫ লক্ষ টাকার ঔষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে।

স্বামীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ আগস্ট: একব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আত্মহত্যা না"কি খুঁন, প্রশ্ন উঠছে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল স্বামী। পরবর্তীতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় স্বামীর মৃতদেহ। ঘটনা, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন তুইকই পাড়া এলাকায়। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন তুইকই পাড়ার বাসিন্দা লকেশ দেববর্মা(৩৮) র ঝুলন্ত মৃতদেহ পুলিশ পরিবারের লোকজনেরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এ ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনেরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন যে, মঙ্গলবার রাতে উনারা খবর পায় যে লকেশ দেববর্মা তুইকই এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।পরবর্তীতে প্রত্যন্তএলাকার হওয়াতে গতকাল রাতে পরিবারের লোকজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে না পেরে বুধবার সকালে পরিবারের লোকজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই লকেশ বাবুর সঙ্গে উনার স্ত্রী সত্যলক্ষী দেববর্মার পারিবারিক কলহ চলছিল এবং এই কলহের জেরে বেশ কয়েকদিন পূর্বে সত্যলক্ষী দেববর্মা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজ স্বামী লকেশ দেববর্মার ওপর আক্রমণ করে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত করে।পরিবারের লোকজনদের আরো অভিযোগ, লকেশ বাবুর স্ত্রী সত্যলক্ষী দেববর্মা পরকীয়া সম্পর্কের জেরে একবার নাগরের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে পরিবারের লোকজনদের সহযোগিতায় ঘটনাকে মীমাংসার মধ্য দিয়ে পুনরায় উভয়েই সাংসারিক জীবন স্বাভাবিকভাবে শুরু করে ছিল। কিন্তু পারিবারিক কলহ এবং স্ত্রীর নির্যাতন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছিল লকেশ দেববর্মার।পরবর্তীতে আচমকা লকেশ বাবুর এই ঝুলন্তমৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে হয়তো লকেশ বাবুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে লকেশ বাবুর মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পুলিশ তুলে দেয় পরিবারের লোকজনদের হাতে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।অন্যদিকে পরিবারের লোকজনদের তরফে লোকেশ বাবুর স্ত্রী সত্যলক্ষী দেববর্মার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে বলেও পরিবারের লোকজনেরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায়।।

সংযুক্ত কিষান মোর্চার বিক্ষোভ র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: সংযুক্ত কিষান মোর্চার, সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে লুটেরা "কর্পোরেট ভারত ছাড়ো" কর্মসূচি পালন করা হয় আজ। রাজধানীর ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনের সামনে থেকে এদিনের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে পবিত্র কর বলেন, গত ৯ আগস্ট এই সারা দেশ ব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচির আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক কারনে ওইদিন রাজ্যে এই কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তাই আজকে এই বিক্ষোভ কর্মসুচি পালিত হয়েছে।তিনি আরো বলেন, এই কর্পোরেটেরা একাধারে যেমন কৃষি ও কৃষক বিরোধী অন্যদিকে শ্রমিক, ছাত্র,যুবদের স্বার্থ বিরোধী যারা কেন্দ্র সরকারের মদতপুষ্ট। কেন্দ্রীয় বাজেটে এবারও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এর প্রতিবাদেই আজ সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

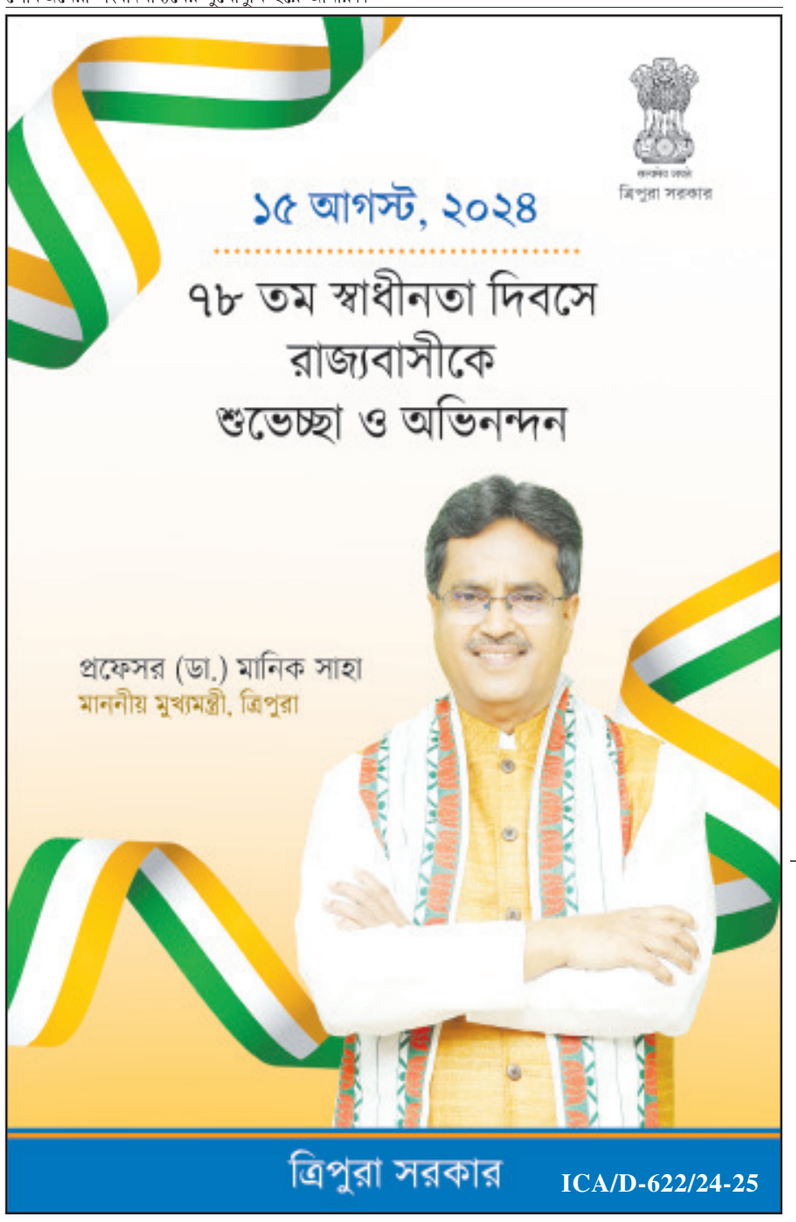

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।